মুত'আ বিবাহ

লেখকঃ
আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী

মুতআ বি্বাহ ?

ভুমিকা

মুত‘আ বিবাহ ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই আলোচিত একটি ইস্যু। এটি এমন এক ধরনের বিবাহ যা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শর্তসাপেক্ষে সম্পন্ন হয় এবং মেয়াদ পূর্ণ হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শেষ হয়ে যায়। ইতিহাসের বিভিন্ন ধাপ এবং ফিকহী আলোচনা থেকে এ নিয়ে সমর্থন ও বিরোধিতা—উভয় মতামত পাওয়া যায়। সমালোচনামূলক আলোচনার প্রারম্ভে এর উভয় দিকের যুক্তি তুলনা করা প্রাসঙ্গিক।

মুত‘আ বিবাহের পক্ষে সমর্থনের ভিত্তি

১. কুরআনের আয়াত

সূরা নিসা (৪:২৪)–এ "فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ" আয়াতটিকে অনেক সাহাবী (বিশেষতঃ ইবনে আব্বাস রা. প্রমুখ) মুত‘আ বিবাহের অনুমোদন হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।

২. রাসূলুল্লাহ ﷺএর যুগে প্রচলন

বহু সহীহ হাদীসে প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺএর জীবদ্দশায় সাহাবীগণ জিহাদের সময় মুত‘আ বিবাহ করেছেন। যেমন সাহাবী জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) বলেন:

"আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺএর যুগে, আবু বকর (রা.) এর যুগে এবং উমর (রা.) এর শাসনামলের প্রথম দিকে মুত‘আ করতাম।" (মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, সহীহ মুসলিম)

৩. সামাজিক বাস্তবতা

দীর্ঘ সফর, যুদ্ধ বা ভ্রমণে যৌন চাহিদা পূরণ ও অনৈতিকতা থেকে বাঁচার জন্য এটি একধরনের "শরীয়ত প্রদত্ত লাইসেন্স" ছিলো।

মুত'আ বিবাহ নিষিদ্ধ করেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব

১. নিষেধাজ্ঞার উৎস নিয়ে বিতর্ক

মুত‘আর নিষেধাজ্ঞা কুরআনের আয়াত দ্বারা নয়; বরং সাহাবী পর্যায়ে বিশেষতঃ খলীফা উমর (রা.) এর সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এসেছে। উমর (রা.) নিজেই ঘোষণা করেন:

"দুটি মুত‘আ ছিলো যা রাসূলুল্লাহ ﷺএর যুগে বৈধ ছিলো; আমি তা নিষিদ্ধ করছি এবং এর উপর শাস্তি দিব।" (মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, তাফসীর তাবারী)

সমালোচকদের মতে, এটি নাস (কুরআন ও সুন্নাহ) দ্বারা নয়; বরং ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত ছিলো। তাই এর সর্বজনীন হুকুম নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

২. বিরোধী হাদীসের সমালোচনা

যে সকল হাদীসে মুত‘আকে নিষিদ্ধ বলা হয়েছে, সেগুলোতে কালগত অসঙ্গতি, রাবীদের ভিন্নতা ও মতবিরোধ রয়েছে। যেমন: কেউ বলেন খাইবারের দিনে বাতিল হয়েছে, আবার কেউ বলেন মক্কা বিজয়ের দিনে; যা প্রমাণ করে ইস্যুটি নিয়ে দ্বিধা ছিল।

৩. সামাজিক সুবিধা বনাম কঠোরতা

মুত‘আ বাতিলের ফলে এক শ্রেণীর মানুষ হয়তো ব্যভিচারে জড়িয়ে পড়ে, অথচ শরীয়তে এ বিকল্পটি আগে ছিলো। সমালোচকদের মতে, সমাজে নৈতিকতা রক্ষার স্বার্থে এটি সম্পূর্ণ বাতিল না করে বিশেষ পরিস্থিতিতে চালু রাখাই যৌক্তিক হতে পারত।

❑ সুন্নি মাযহাবে মুতআ বিবাহ জায়েজ

মাসাইল ইবনে বায, খন্ডঃ১,পৃঃ১৮৫,প্রশ্ন,:৫৩০-৫৩১।

লেখকঃ শায়েখ আব্দুল আজিজ বিন বায

٥٣٠) (سؤال : ما حكم النكاح بنية الطلاق ؟

الجواب : جائز، حكاه الموفق عن الجمهور، وحكى عن الأوزاعي المنع .

٥٣١) (وسألته : أليس في النكاح بنية الطلاق غش للمرأة ؟

الجواب : لا .

(৫৩০) প্রশ্ন : তালাকের নিয়তে বিয়ে করার হুকুম কী?

উত্তর : জায়েয। মুওয়াফ্ফাক (ইবনে কুদামা) এটি জমহুর থেকে নকল করেছেন। আর আওযায়ী এর নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করেছেন।

(৫৩১) এবং আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম : তালাকের নিয়তে বিয়ে করা কি নারীর সাথে প্রতারণা নয়?

উত্তর : না।

PDF লিংকঃ

https://archive.org/details/01111462

শায়েখ আব্দুল আজিজ বিন বায এর এই বিষয়ে বক্তব্যের ভিডিও লিংকঃ

https://youtu.be/XuWQyzbnBdo

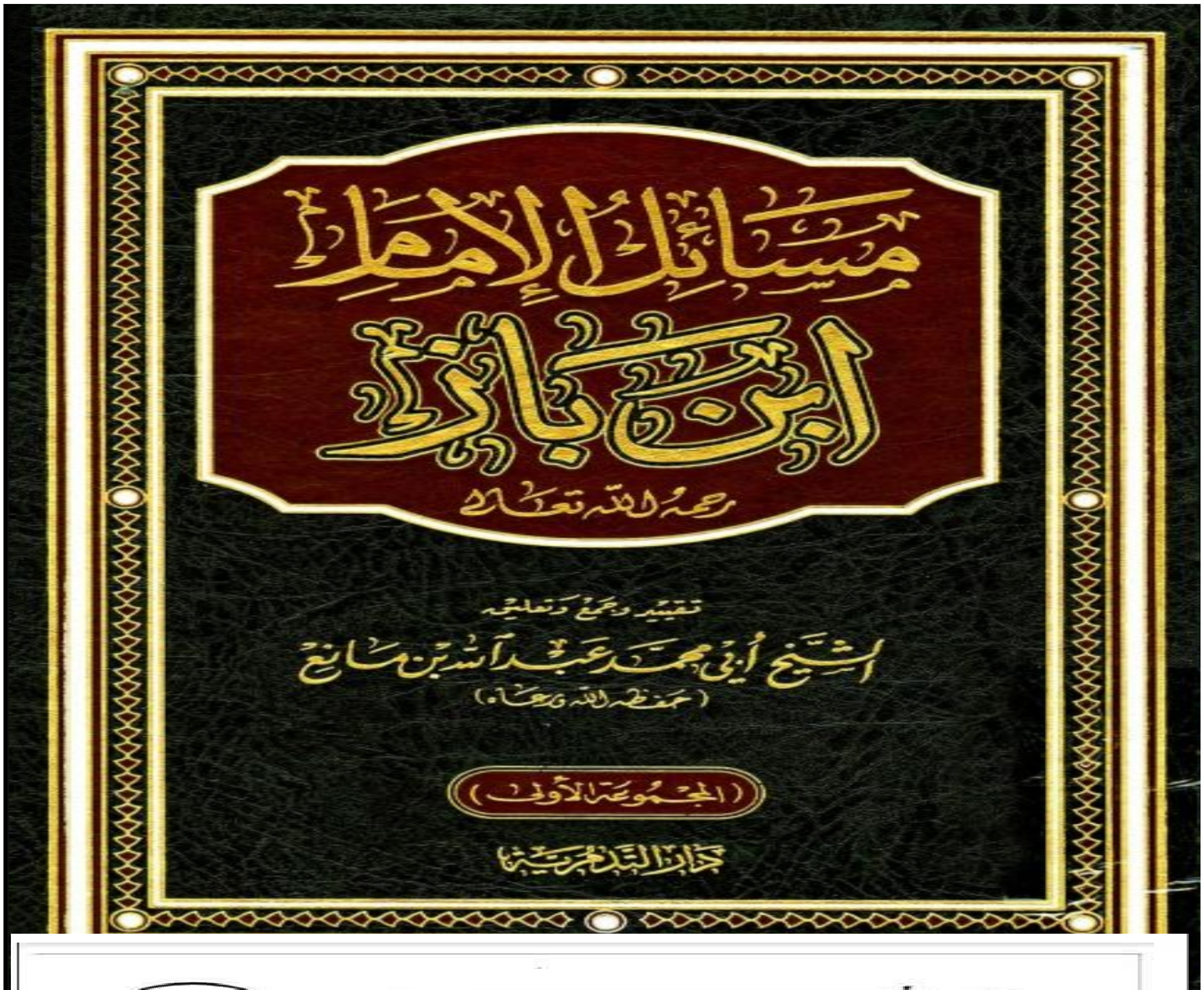

***

قال شيخنا : الدف له وجه واحد، وصوته خفيف ، والطبل وجهان وصوته قوي ، فيُمنع الثاني مطلقًا ؛ لأنه لهو، ويجوز الأول ؛ حيث ورد الشرع به : عند العرس ، وفي العيد، كل ذلك للنساء ، لا بأس باستماع الرجال لذلك ، ولكن دون اختلاط .

وقال - أيضاً - : كلمات النساء وغناؤهن مع ضرب الدف جائز في مدح العريس ، الرجل والمرأة ، وعائلتيهما.

***

(٥٣٠) سؤال : ما حكم النكاح بنيّة الطلاق ؟

الجواب : جائز، حكاه الموفق عن الجمهور، وحكي عن الأوزاعي المنع .

(٥٣١) وسألته : أليس في النكاح بنيّة الطلاق غش للمرأة ؟

الجواب : لا .

(٥٣٢) سئل الشيخ عن المكاتَبَة، هل من كاتبها مَحرَم لها ؟

الجواب : نعم . تبقى المحرمية حتى تؤدي ما عليها .

(٥٣٣) سؤال : إذا أتى الرجل أهله ينوي الخير ؟

الجواب : إن نوى زاد أجره، وإن لم ينو فالأجر ثابت ؛ (وفي بُضع أحدكم صدقة)، والنية تزيد الأجر .

❑ রসুল, (সাঃ),আবু বকর ও উমর ইবনে খাত্তাবের যুগে মুত'আ বিবাহ।

সহীহ মুসলিম (ইঃফাঃ) হাদীসঃ৩২৮৫ -৩২৮৭ ও ৩২৯০।

وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ قَالَ عَطَاءٌ قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُعْتَمِرًا فَجِئْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ ثُمَّ ذَكَرُوا الْمُتْعَةَ فَقَالَ نَعَمِ اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ .

হাসান হুলওয়ানী (রহঃ) ... আতা (রহঃ) বলেন, জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) উমরা পালন করতে এলেন। তখন আমরা তার আবাসে তার নিকট গেলাম। লোকেরা তার নিকট বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞেসা করল। অতঃপর তারা মুত'আর উল্লেখ করলে তিনি বলেন, হ্যা, আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে এবং আবূ বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) এর যুগে মুতআ (বিবাহ) করেছি।

হাদীসঃ৩২৮৬।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقُبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ

মুহাম্মাদ ইবনু রাফি (রহঃ) ... আবূ যুবায়র (রহঃ) বলেন, আমি জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) কে বলতে শুনেছিঃ আমরা এক মুঠো খেজুর অথবা ময়দার বিনিময়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে এবং আবূ বকর (রাঃ) এর যুগে মুতআ বিবাহ করতাম। শেষ পর্যন্ত উমর (রাঃ) আমর ইবন্ হুরায়সের বিষয়টিকে কেন্দ্র করে তা নিষিদ্ধ করেছেন।

■হাদীসঃ৩২৮৭।

حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، - يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ - عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ فَقَالَ جَابِرٌ فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا .

হামিদ ইবনু উমর বাকরাবী (রহঃ) ... আবূ নাদরাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি তার নিকট এসে বলল, ইবনু আব্বাস (রাঃ) ও ইবনু যুবায়র (রাঃ) দুই প্রকারের মুতআ (তামাতু হজ্জ ও মুতআ বিবাহ) নিয়ে পরস্পর মতবিরোধ করেছেন। তখন জাবির (রাঃ) বললেন, আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপস্থিতে দুই প্রকারের মুত'আই করেছি। অতঃপর উমর (রাঃ) আমাদের এই উভয়টই করতে নিষেধ করলেন। অতএব আমরা তা আর করি নি।

■হাদীসঃ৩২৯০।

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ، - يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ - حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، أَنَّ أَبَاهُ، غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتْحَ مَكَّةَ قَالَ فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ - ثَلاَثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ - فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي وَلِي عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَالِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ فَبُرْدِي خَلَقٌ وَأَمَّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي فَبُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَسْفَلِ مَكَّةَ أَوْ بِأَعْلاَهَا فَتَلَقَّتْنَا فَتَاةٌ مِثْلُ الْبَكْرَةِ الْعَنَطْنَطَةِ فَقُلْنَا هَلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا قَالَتْ وَمَاذَا تَبْذُلاَنِ فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدَهُ فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ وَيَرَاهَا صَاحِبِي تَنْظُرُ إِلَى عِطْفِهَا فَقَالَ إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ وَبُرْدِي جَدِيدٌ غَضٌّ . فَتَقُولُ بُرْدُ هَذَا لاَ بَأْسَ بِهِ . ثَلاَثَ مِرَارٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

আবূ কামিল ফুযায়ল ইবনু হুসায়ন জাহদারী (রহঃ) ... রাবী ইবনু সাবরা (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা মক্কা বিজয়াভিযানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমরা তথায় ১৫ দিন অর্থাৎ পূর্ণ ১৩ দিন এবং এক দিন ও এক রাত অবস্থান করি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মুত'আর অনুমতি দিলেন। তখন আমি ও আমার গোত্রের এক ব্যক্তি বেরিয়ে পড়লাম। আমি তার তুলনায় আকর্ষনীয় চেহারার অধিকারী ছিলাম এবং সে ছিল প্রায় কুৎসিত। আমাদের উভয়ের সাথে একটি করে চাঁদর ছিল। আমার চাঁদরটি ছিল পূরাতন এবং আমার চাচাতো ভাইয়ের চাঁদরটি ছিল সম্পূর্ণ নতুন।

অবশেষে আমরা মক্কার নিম্নভূমিতে অথবা উচ্চভূমিতে পৌঁছে একটি যুবতী মেয়ের সাক্ষাত পেলাম, যাকে দেখতে অনেকটা উঠতি বয়সের চালক এবং লম্বা ঘাড় বিশিষ্ট উষ্ট্রীর মত। আমরা প্রস্তাব দিলাম, আমাদের দু'জনের কারো সাথে তোমার মুতআ বিবাহ কি সম্ভব? সে বলল, তোমরা কী বিনিময় দিবে? তাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ চাঁদর মেলে ধরল। সে তাদের উভয়ের দিকে তাকাতে লাগল। আমার সঙ্গীও তার দিকে তাকাল। সে তার সর্বাঙ্গ লক্ষ্য করে বলল, তার এই চাঁদর পুরাতন এবং আমার চাঁদর একেবারে নতুন। স্ত্রীলোকটি তিনবার কি চারবার বলল, তার চাঁদরটি গ্রহণে কোন ক্ষতি নেই। অতঃপর আমি তকে মুতআ বিবাহ করলাম এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা হারাম ঘোষণা না করা পর্যন্ত ফিরে আসি নি।

▪সহীহ মুসলিম (ইঃফাঃ) হাদীসঃ৩২৯৪-৩২৯৫।

▪হাদীসঃ৩২৯৪।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِهِ ، قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمُتْعَةِ عَامَ الفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا.

ইসহাক ইবনু ইবরাহীম (রহঃ) ... আবদুল মালিক ইবনু রাবী ইবনু সাবরা জুহানী (রহঃ) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি

(দাদা) বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর আমাদের মক্কায় প্রবেশকালে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মুত'আ বিবাহের অনুমতি দান করেন। তিনি আমাদের তা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত (নারী সঙ্গ ত্যাগ করে) বের হয়ে আসি নি।

▪হাদীসঃ৩২৯৫।

قَالَ ـ فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ حَتَّى وَجَدْنَا جَارِيَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ فَخَطَبْنَاهَا إِلَى نَفْسِهَا وَعَرَضْنَا عَلَيْهَا بُرْدَيْنَا فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ فَتَرَانِي أَجْمَلَ مِنْ صَاحِبِي وَتَرَى بُرْدَ صَاحِبِي أَحْسَنَ مِنْ بُرْدِي فَأَمَرَتْ نَفْسَهَا سَاعَةً ثُمَّ اخْتَارَتْنِي عَلَى صَاحِبِي فَكُنَّ مَعَنَا ثَلاَثًا ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِفِرَاقِهِنَّ .

ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া (রহঃ) ... সাবরা ইবনু মা'বাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের বছর তাঁর সাহাবীগণকে স্ত্রীলোকদের সাথে মুতআর অনুমতি দেন। সাবরা (রাঃ) বলেন, তখন আমি এবং সুলায়ম গোত্রের আমার এক সাথী বের হয়ে পড়লাম এবং শেষ পর্যন্ত আমির গোত্রের এক যুবতীকে পেয়ে গেলাম। সে জোয়ান উষ্ট্রীর ন্যায়। আমরা তার নিকট মুত'আ বিবাহের প্রস্তাব দিলাম এবং আমাদের চাঁদর তার সামনে পেশ করলাম। তখন সে তাকিয়ে দেখল এবং আমাকে আমার সঙ্গীর তুলনায় সুন্দর দেখতে পেল, অপরদিকে আমার চাঁদরের তুলনায় আমার সঙ্গীর চাঁদর উৎকৃষ্টতর দেখল। সে মনে মনে কিছুক্ষণ চিন্তা করল তারপর আমার সঙ্গীর চাইতে আমাকে অগ্রাধিকার দিল। তারা আমাদের সাথে তিন থাকল। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের পরিত্যাগ করতে আমাদের নির্দেশ দিলেন।

▪মুসানাফ আব্দুর রাজ্জাক, খন্ডঃ৭, পৃঃ৪৯৬-৪৯৯, হাদীসঃ১৪০২১-১৪০২৫।

লেখকঃ ইমাম আল আল আব্দুর রাজ্জাক (১২৬-২১১হি:)।

■হাদীসঃ১৪০২১

عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى ، قال : أخبرني عن يعلى أن معاوية

استمتع بامرأة بالطائف ، فأنكرت ذلك عليه ، فدخلنا على ابن عباس ، فذكر له بعضنا ، فقال له : نعم ، فلم يقر في نفسي ، حتى قدم جابر ابن عبد الله ، فجئناه في منزله ، فسأله القوم عن أشياء ، ثم ذكروا له المتعة ، فقال : نعم ، استمتعنا على عهد رسول الله له ، وأبي بكر ، وعمر (١) ، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة سماها جابر فنسيتها - فحملت المرأة ، فبلغ ذلك عمر ، فدعاها فسألها ، فقالت : نعم ، قال : من أشهد ؟ قال عطاء : لا أدري قالت : أمي ، أم وليها ، قال : فهلاً غيرهما ، قال : خشي أن يكون دغلا الاخر (٢) ، قال عطاء : وسمعت ابن عباس يقول : يرحم الله عمر ، ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عز وجل ، رحم بها أمة محمد الله ، فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي ، قال : كأني والله أسمع قوله : إلا شقي - عطاء القائل - قال عطاء : فهي التي في سورة النساء فما اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ) (٣) إلى كذا وكذا من الأجل ، على كذا وكذا، ليس بتشاور (٤) ، قال (٥) : بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل، وأن ي

فرقا (1) فنعم، وليس بنكاح .

আবদুর রাজ্জাক, ইবনে জুরাইয, আতা’ বলেন:

আমি সর্বপ্রথম মুত‘আ সম্পর্কিত কথা শুনেছিলাম সফওয়ান ইবনে ইয়ালার কাছ থেকে। তিনি আমাকে ইয়ালার থেকে বর্ণনা করে বলেছিলেন যে, মু‘আবিয়া তায়েফে এক মহিলার সাথে মুত‘আ করেছিলেন। তখন লোকেরা তাকে অস্বীকার করল।

আমরা ইবনে আব্বাসের নিকট প্রবেশ করলাম এবং আমাদের কেউ একজন বিষয়টি তাঁকে উল্লেখ করল। তখন ইবনে আব্বাস বললেন: হ্যাঁ (এটি বৈধ ছিল)।

কিন্তু আমার মনে সন্তুষ্টি আসল না। পরে জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) এলেন। আমরা তাঁর গৃহে গেলাম। লোকেরা তাঁকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করল। তারপর তারা মুত‘আর প্রসঙ্গ উত্থাপন করল।

তখন তিনি বললেন:

হ্যাঁ, আমরা রাসূলুল্লাহ -ﷺএর যুগে, আবু বকরের যুগে এবং উমরের যুগের প্রারম্ভে মুত‘আ করতাম।

কিন্তু উমরের খিলাফতের শেষ সময়ে আমর ইবনে হুরাইস এক মহিলার সাথে মুত‘আ করলেন, যাকে জাবির নাম ধরে উল্লেখ করেছিলেন—কিন্তু আমি তা ভুলে গেছি।

সেই মহিলা গর্ভবতী হলেন। খবর উমরের কাছে পৌঁছল। উমর তাকে ডেকে আনলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন: হ্যাঁ (আমি মুত‘আ করেছি)।

তিনি বললেন: তোমাদের সাক্ষী কে ছিল?

আতা’ বলেন: আমি জানি না সে বলেছিল—আমার মা অথবা আমার অভিভাবক।

উমর বললেন: তাহলে কেন অন্য কাউকে সাক্ষী করলে না?

(অর্থাৎ তিনি আশঙ্কা করলেন যে, এখানে কোনো ধোঁকাবাজি বা প্রতারণা হয়েছে)।

আতা’ বলেন: আমি ইবনে আব্বাসকে বলতে শুনেছি:

আল্লাহ উমরের প্রতি রহম করুন। মুত‘আ ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি রুখসত (ছাড়), যা আল্লাহ্ মুহাম্মদের উম্মতের জন্য রেখেছিলেন। যদি তিনি

(উমর) তা নিষিদ্ধ না করতেন, তবে ব্যভিচারের প্রয়োজন পড়ত না, ব্যতীত কোনো হতভাগ্য মানুষের।

আতা’ বলেন: আল্লাহর কসম! আমি তাঁর এই কথা যেন এখনও কানে শুনতে পাচ্ছি—“ব্যতীত কোনো হতভাগ্য মানুষের।”

আতা’ বলেন: এটাই সেই আয়াত যা সূরা নিসায় আছে—

فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ (তোমরা তাদের মধ্য থেকে যাদের সাথে মুত‘আ করবে) … (আয়াতের বাকি অংশে নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট মহর নির্ধারণের কথা আছে)।

তিনি বলেন: যদি নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে যায় এবং উভয়ে আবার চাইলে পারস্পরিক সম্মতিতে পুনরায় চুক্তি করতে পারে, কিংবা আলাদা হয়ে যেতে পারে—তাহলে তাতে অসুবিধা নেই। তবে এটি স্থায়ী বিবাহ নয়।

▪হাদীসঃ১৪০২২।

عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يراها الآن (١) حلالا ، وأخبرني أنه كان يقرأ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ [بِهِ] (٢) مِنْهُنَّ إِلى أَجَلٍ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) (٣) ، وقال ابن عباس : في حرف «إلى أجل » ، قال عطاء : وأخبرني من شئت عن أبي سعيد الخدري قال : لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقاً ، وقال صفوان : هذا ابن عباس يفتي بالزنا ، فقال ابن عباس : إني لا أفتي بالزنا ، أفنسي صفوان أم أراكة (٤) ، فوالله إن ابنها لمن ذلك ، أفزناً هو ؟ قال : واستمتع بها رجل من بني جمح .

আবদুর রজ্জাক ইবনে জুরাইয থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাকে আতা জানিয়েছিলেন যে, তিনি ইবনে আব্বাসকে ((رضي الله عنهما এখনো এটিকে (মুত‘আ) হালাল বলে মনে করতে শুনেছেন। আর তিনি আমাকে জানালেন যে, ইবনে আব্বাস এ আয়াতটি এভাবে তেলাওয়াত করতেন:

﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلى أَجَلٍ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“তাহলে তোমরা যদি তাদের (নারীদের) থেকে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত উপভোগ করো, তবে তাদেরকে তাদের প্রাপ্য মহর প্রদান কর।”

ইবনে আব্বাস বললেন: এ কিরআতে «) «إلى أجلএক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত) রয়েছে।

আতা বললেন: আর আমাকে তুমি যাকে চাই তার কাছ থেকে আবু সাঈদ খুদরী ((رضي الله عنهসম্পর্কেও জানাতে পার যে, তিনি বলেছেন: "আমাদের কারো কারো জন্য মুত'আ করাই যথেষ্ট ছিল, এমনকি এক পেয়ালা সওয়ীক (যবের খাবার) দিয়েই।"

তখন সফওয়ান বলল: "এই ইবনে আব্বাস তো ব্যভিচারের ফতোয়া দিচ্ছেন!"

ইবনে আব্বাস উত্তর দিলেন: "আমি ব্যভিচারের ফতোয়া দিই না। সফওয়ান কি ভুলে গেছেন, নাকি ইরাকা (বা উরাকা) বাগানের ঘটনাটি স্মরণ নেই? আল্লাহর কসম! ঐ বাগানের ছেলেটি তো এ থেকেই জন্মগ্রহণ করেছে। এটা কি তবে ব্যভিচার?"

বর্ণনাকারী বলেন: এবং বনি জুমাহ গোত্রের একজন ব্যক্তি ঐ মহিলার সাথে মুত'আ করেছিলেন।

▪হাদীসঃ১৪০২৩

عبد الرزاق قال : قال ابن جريج : وأخبرني عمرو بن دينار عن حسن بن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع - رجل من أسلم من أصحاب النبي - أنهما قالا : كنا في غزوة فجاء [رسول] (٥) رسول الله ﷺ فقال : إن رسول الله يقول : استمتعوا (٦)

আবদুর রাজ্জাক বলেছেন: ইবন জুরাইয বলেছেন: আমাকে আমর ইবন দীনার হুসাইন ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী থেকে সংবাদ দিয়েছেন, তিনি জাবির ইবন আবদুল্লাহ ও সালামা ইবন আল-আকওয়াকে (যিনি আসলামের একজন সাহাবি ছিলেন) থেকে বর্ণনা করেছেন, তারা উভয়ে বলেছেন:

আমরা এক যুদ্ধে ছিলাম, তখন আল্লাহর রাসূল ﷺএর পক্ষ থেকে একজন দূত এসে বললেন: আল্লাহর রাসূল ﷺবলছেন: তোমরা মুত'আ করো।

▪হাদীসঃ১৪০২৪

عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال : لم يرع عمر أمير المؤمنين إلا أم

أراكة قد خرجت حبلى ، فسألها عمر عن حملها ، فقالت : إستمتع بي سلمة بن أمية بن خلف (1) ، فلما أنكر صفوان على ابن عباس بعض ما يقول في ذلك ، قال : فسل عمك هل استمتع

আবদুর রাজ্জাক ইবন জুরাইয থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমাকে আমর ইবন দীনার তাওস থেকে সংবাদ দিয়েছেন, তিনি ইবন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন:

একদিন খলিফা উমর (রাযি.) হঠাৎ দেখলেন, উম্মু আরাকা নামে এক মহিলা গর্ভবতী অবস্থায় বের হয়েছেন। তখন উমর তাকে তাঁর গর্ভ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন: "আমার সাথে মুত'আ করেছিলেন সালামা ইবন উমাইয়া ইবন খালাফ।"

এরপর যখন সফওয়ান ইবন আব্বাসের উপর মুত'আ সম্পর্কে তাঁর কিছু বক্তব্য নিয়ে আপত্তি তুললেন, তখন ইবন আব্বাস তাঁকে বললেন: "তাহলে তোমার চাচাকে (সালামা) জিজ্ঞেস করো, তিনি কি মুত'আ করেছিলেন না?"

▪হাদীসঃ১৪০২৫

عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : استمتعنا أصحاب النبي ﷺ ، حتى نهي (٢) عمرو بن حريث ، قال : وقال جابر : إذا انقضى الأجل فبدا لهما أن يتعاودا ، فليمهرها مهراً آخر ، قال : وسأله بعضنا كم تعتد ؟ قال : حيضة واحدة ، كن يعتددنها للمستمتع (٣) منهن

আবদুর রাজ্জাক ইবন জুরাইয থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমাকে আবু আজ-জুবায়ের সংবাদ দিয়েছেন, তিনি বলেছেন: আমি জাবির ইবন আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছি:

আমরা নবী ﷺ-এর সাহাবিগণ মুত'আ করতাম, যতক্ষণ না আমর ইবন হারিস তা থেকে নিষেধ করেন।

জাবির বলেন: যখন নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হয়ে যেত এবং তারা দুজন আবার একত্র হতে চাইত, তখন পুরুষটি নতুন করে আরেক মহর দিত।

আর আমাদের কয়েকজন তাঁকে জিজ্ঞেস করল: "সে মহিলার ইদ্দত কত হবে?" তিনি বললেন: "একটি হায়েয (ঋতুস্রাব) মাত্র।"—এটিই ছিল মুত'আকারী নারীদের ইদ্দত।

PDF লিংকঃ

https://archive.org/details/MusanafAbdelrazaq

❑ মুত'আ বিবাহ নিয়ে ইবনে আব্বাস (রঃ) এর সাথে উরওয়া ইবনে যুবাইর (রঃ) এর মতানৈক্য।

▪জামি আল বায়ান আল ইলম ,পৃঃ১২০৯-১২১০,হাদীস:২৩৭৭।

লেখকঃ ইবনে আব্দুল বার, (৩৬৮-৪৬৩হি:)

وذكر عبد الرزاق قال : أنا معمر ، عن أيوب قال :

قال عروة لابن عباس : ألا تتقي الله] ترجعن " في المتعة ، فقال ابن عباس :

سل أمك يا عُرية ، فقال عروة : أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا ، فقال ابن عباس : والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله ؛ تحدثكم عن رسول الله وتحدثونا عن أبي بكر وعمر وذكر الحديث » .

قال أبو عمر : يعني متعة الحج : وهو فسخ الحج في عُمرة] ، وليس عن أبي بكر وعمر في متعة النساء رخصة ، ولا أحد من الصحابة إلا ابن عباس).

আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদেরকে মাআমার সংবাদ দিয়েছেন, তিনি আয়ূব থেকে, তিনি বলেন:

উরওয়া ইবনে যুবাইর ইবনে আব্বাসকে বললেন:

"আপনি কি আল্লাহকে ভয় করেন না (এবং) মুত'আ সম্পর্কে রুখে দাঁড়াবেন না?"

তখন ইবনে আব্বাস বললেন:

“হে উরইয়া! তুমি তোমার মায়ের কাছে জিজ্ঞাসা কর।”

উরওয়া বললেন:

“কিন্তু আবু বকর ও উমর তো এটি করেননি।”

ইবনে আব্বাস উত্তর দিলেন:

“আল্লাহর কসম! আমি মনে করি না যে, তোমরা থামবে — যতক্ষণ না আল্লাহ তোমাদের শাস্তি দেবেন। আমরা যখন তোমাদেরকে আল্লাহর রাসূল ﷺ এর হাদীস বলি, তখন তোমরা আমাদের সামনে আবু বকর ও উমরের কথা তুলে ধরো!”

এখানে পুরো হাদীসের উল্লেখ আছে।

আবু উমর (ইবনে আব্দুল বার) বলেন:

“এখানে ইবনে আব্বাস হজ্জের মুত‘আর কথা বলেছেন, অর্থাৎ হজ্জকে উমরাহর দিকে ফিরিয়ে নেওয়া (ফাসখ আল-হজ্জ ইলা উমরাহ্)।

কিন্তু আবু বকর ও উমরের পক্ষ থেকে নারীদের মুত‘আ (মুত‘আতুন্নিসা) বৈধতার কোনো রুখসত নেই।

আর সাহাবীদের মধ্যেও কেউ এ ব্যাপারে অনুমতি দেননি — শুধুমাত্র ইবনে আব্বাস ছাড়া।”

PDF লিংকঃ

https://archive.org/details/Jami3BayanAlIlm

❑ আমিরুল মু'মিনিন আলী আঃ উমর ইবনে খাত্তাব কে লানত করেছেন মুতাহ বিয়ে নিষিদ্ধ করার কারনে

....

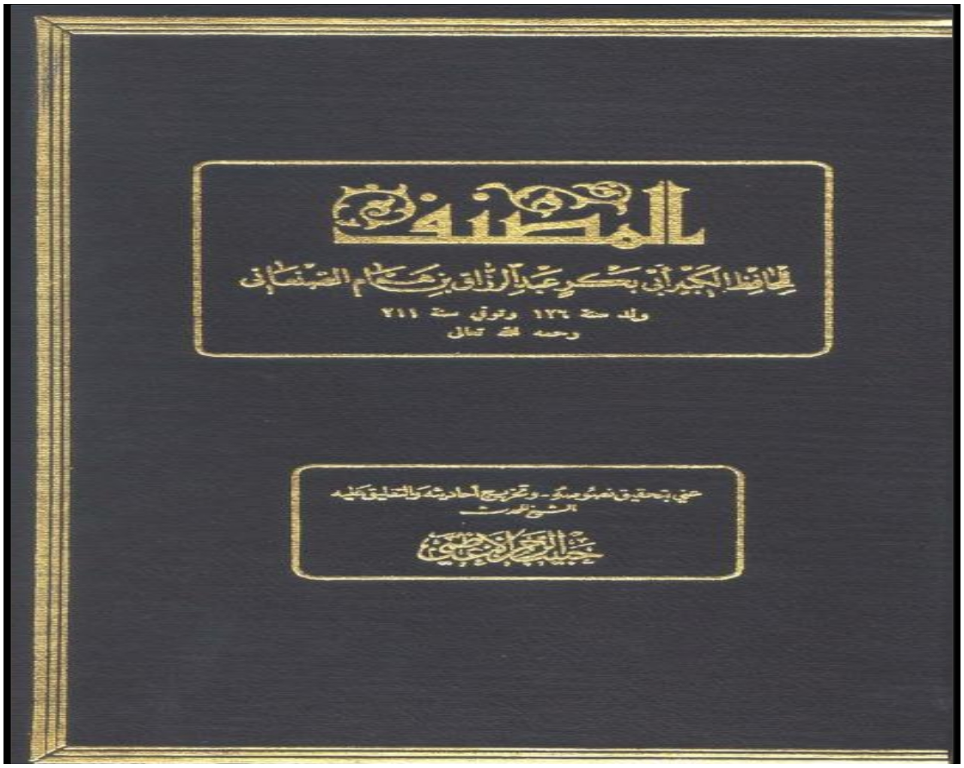

٣٩ — من منشورات المجلس العلمي

المصنف

للحافظ الكبير أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني

وُلِدَ سنة ١٢٦ هـ. وتوفي سنة ٢١١ هـ. رحمه الله تعالى

ومعه

"كتاب الجامع" للإمام معمر بن راشد الأزدي

رواية الإمام عبد الرزاق الصنعاني

الجزء السابع

من الحديث ١١٩٤٥ إلى الحديث ١٤٠٥٣

عني بتحقيق نصوصه وتخريج أحاديثه والتعليق عليه
الشيخ المحدث

حبيب الرحمن الأعظمي

توزيع

المكتب الإسلامي

١٤٠١٩ — عبد الرزاق عن ابن جريج عن محمد عن إبراهيم التيمي أن ابن رواحة كان في سَرِيّة ، فقفل ، فأتى بيته متوشحاً السيف ، فإذا هو بالمصباح ، فارتاب فتسوّر ، فإذا امرأته على سرير مُضْجِعَةً إلى جنبها — فيما يرى — رجلاً ثائر شعر الرأس ، فهمّ أن يضربه ، ثم أدركه الورع ، فغمز امرأته فاستيقظت ، فقالت : وراءك وراءك ! قال : ويلك مَن هذا ؟ قالت : هذه أختي ظلّت عندي فغسلت رأسها ، فلما بلغ ذلك النبي ﷺ ، نهى عن طروق النساء ، فعَصَاه[١] رجلان ، فطرقا أهليهما ، فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلاً ، فلما بلغ ذلك النبي ﷺ ، قال : ألم أنهكم عن طروق النساء .

باب المتعة

١٤٠٢٠ — عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم قال : كانت بمكة امرأة عراقية تنسّك جميلة ، لها ابن يقال له أبو أمية ، وكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها ، قلت : يا أبا عبد الله ! ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة ، قال : إنا قد نكحناها ذلك النكاح — للمتعة — قال : وأخبرني أن سعيدًا قال له : هي أحلّ من شرب الماء — للمتعة — .

١٤٠٢١ — عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : لأوّل من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى ، قال : أخبرني عن يعلى أن معاوية

(١) في « ص » « فقصاه » .

استمتع بامرأة بالطائف ، فأنكرتُ ذلك عليه ، فدخلنا على ابن عباس ، فذكر له بعضنا ، فقال له : نعم ، فلم يقرّ في نفسي ، حتى قدم جابر ابن عبد الله ، فجئناه في منزله ، فسأله القوم عن أشياء ، ثم ذكروا له المتعة ، فقال : نعم ، استمتعنا على عهد رسول الله ﷺ ، وأبي بكر ، وعمر[١] ، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة — سمّاها جابر فنسيتُها — فحملت المرأة ، فبلغ ذلك عمر ، فدعاها فسألها فقالت : نعم ، قال : من أشهد ؟ قال عطاء : لا أدري قالت : أمي ، أم وليّها ، قال : فهلاّ غيرهما ، قال : خشي أن يكون دغلاً الاخر[٢] ، قال عطاء : وسمعت ابن عباس يقول : يرحم الله عمر ، ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عزّ وجلّ ، رحم بها أمة محمد ﷺ ، فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي ، قال : كأنّي والله أسمع قوله : إلا شقيّ — عطاء القائل — قال عطاء : فهي التي في سورة النساء ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ﴾[٣] إلى كذا وكذا من الأجل ، على كذا وكذا ، ليس بتشاور[٤] ، قال[٥] : بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل ، وأن يفرقا[٦] فنعم ، وليس بنكاح .

(١) روى مسلم من قوله : قدم جابر (زاد مسلم معتمراً) إلى هنا عن الحسن الحلواني عن المصنف ١ : ٤٥١ .

(٢) كذا في « ص » .

(٣) سورة النساء ، الآية : ٢٤ .

(٤) غير واضحة في « ص » .

(٥) كذا في «ص» فإن كان محفوظاً فالقائل ابن جريج ، وجواب عطاء سقط من « ص » وإلا فيمكن أن يكون صوابه « فإن » .

(٦) كذا في « ص » والصواب عندي « يتفرقا » .

١٤٠٢٢ — عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يراها الآن[١] حلالا ، وأخبرني أنه كان يقرأ ﴿فَما اسْتَمْتَعْتُمْ [بِهِ][٢] مِنْهُنَّ إلى أجَلٍ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾[٣] ، وقال ابن عباس : في حرفِ «إلى أجلٍ» ، قال عطاء : وأخبرني من شئت عن أبي سعيد الخدري قال : لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقاً ، وقال صفوان : هذا ابن عباس يفتي بالزنا ، فقال ابن عباس : إني لا أفتي بالزنا ، أفنسي صفوان أمّ أراكة[٤] ، فوالله إن ابنها لمن ذلك ، أفزناً هو ؟ قال : واستمتع بها رجل من بني جمح .

١٤٠٢٣ — عبد الرزاق قال : قال ابن جريج : وأخبرني عمرو بن دينار عن حسن بن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع — رجل من أسلم من أصحاب النبي ﷺ — أنهما قالا : كنا في غزوة فجاء [رسول][٥] رسول الله ﷺ فقال : إن رسول الله ﷺ يقول : استمتعوا[٦] .

١٤٠٢٤ — عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال : لم يرع عمر أمير المؤمنين إلا أم

---

(١) كذا في «ص» .
(٢) ظني أنه سقط من «ص» .
(٣) وفي المصحف الإمام ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن﴾ .
(٤) لم يذكرها ابن حجر في الإصابة .
(٥) سقط من «ص» ولا بد منه ، وهو ثابت في الصحيح .
(٦) أخرجه البخاري من طريق ابن عيينة عن عمرو ٩ : ١٣٦ ومسلم من طريق شعبة عنه ١ : ٤٥٠ .

أراكة قد خرجت حبلى ، فسألها عمر عن حملها ، فقالت : إستمتع بي سلمة بن أمية بن خلف[١] ، فلما أنكر صفوان على ابن عباس بعض ما يقول في ذلك ، قال : فسَلْ عمّك هل استمتع .

١٤٠٢٥ — عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : استمتعنا أصحاب النبي ﷺ ، حتى نهي[٢] عمرو بن حريث ، قال : وقال جابر : إذا انقضى الأجل فبدا لهما أن يتعاودا ، فليُمهرها مهرًا آخر ، قال : وسأله بعضنا كم تعتدّ ؟ قال : حيضة واحدة ، كنّ يعتدِدْنها للمستمتع[٣] منهن .

١٤٠٢٦ — وقال أبو الزبير : وسمعت جابر بن عبد الله يقول : استمتع معاوية ابن أبي سفيان مقدمه من[٤] الطائف على ثقيف ، بمولاة ابن الحضرمي يقال لها مُعَانَة[٥] ، قال جابر : ثم أدركت معانة خلافة معاوية حيَّة ، فكان معاوية يرسل إليها بجائزة في كل عام حتى ماتت .

١٤٠٢٧ — قال أبو الزبير : وسمعت طاووساً يقول : قال ابن صفوان : يفتي ابن عباس بالزنا ، قال : فعدّد ابن عباس رجالاً كانوا من أهل المتعة ، قال : فلا أذكر ممن عدّد غير معبد[٦] بن أمية .

---

(١) وفي الإصابة أنه استمتع من سلمى مولاة حكيم بن أمية .
(٢) الظاهر أنه على صيغة المجهول .
(٣) في «ص» «المستمتع» .
(٤) كذا في «ص» وفي الفتح «مقدمه الطائف» .
(٥) في «ص» «معاوية» خطأ .
(٦) عدّده فيهم ابن حزم، كما في الإصابة والفتح عن المحلى، وفي الموطأ أن صاحب المتعة أخوه ربيعة، وتقدم عند المصنف أنه أخوهما سلمة .

جامع بيان العلم وفضله

تأليف

أبي عمر يوسف بن عبد البر

المتوفى سنة ٤٦٣ هـ

تحقيق

أبي الأشبال الزهيري

الجزء الأول

دار ابن الجوزي

ابن يعقوب الكندي ، [حدثنا][(١)] أبو الوليد عبد الملك بن يحيٰى بن عبد الله بن بكير قال : حدثني أبي قال : حدثني [عرابي][(٢)] بن معاوية ، عن عبد الله بن هبيرة السبائي قال : حدثني بلال بن عبد الله بن عمر أن أباه عبد الله بن عمر قال يوماً : قال رسول الله ﷺ :

« **لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد** » .

فقلتُ أنا : أما أنا فسأمنع أهلي ، فمن شاء فليسرح أهله ، فالتفت إليَّ وقال :

« لعنك الله ، لعنك الله ، لعنك الله ؛ تسمعني أقول إن رسول الله ﷺ أمر ألّا يُمنعن .. وقام مُغضباً » .

٢٣٧٧ – وذكر عبد الرزاق قال : أنا معمر ، عن أيوب قال :

« قال عروة لابن عباس : ألَا تتقي الله [ترجعنَّ][(٣)] في المتعة ، فقال ابن عباس :

= عُرابي بن معاوية الحضرمي ، وقال البخاري : غرابي بالغين المعجمة ، وصوَّب الدارقطني الأول ، ونَسَبَ البخاري للخطأ . فانظر هامش ترجمته في « التاريخ الكبير » (١١٢/٤/١) . وذكره ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » (٤٥/٣/٢) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وأخرجه الطبراني في « الكبير » (١٢/ ١٣٢٥١/ ٣٢٦) قال : حدثنا أحمد بن يحيٰى بن خالد بن حيان الرقي ، ثنا يحيٰى بن بكير به سواء .

وللحديث عن ابن عمر طرق عِدَّة في الصحيحين وغيرهما فانظر « صحيح مسلم » كتاب الصلاة – باب خروج النساء إلىٰ المساجد إذا لم يترتب عليه فتنه ، وأنها لا تخرج مُطيَّبة . حديث (٤٤٢) . وانظر « فتح الباري » (٣٤٧/٢ – ٣٤٨) – كتاب الأذان – باب خروج النساء إلىٰ المساجد بالليل والغلس . فقد تكلم الحافظ عن طرق الحديث ، وذكر شيئاً من اختلاف الروايات في ذلك .

* * *

(١) الزيادة سقطت من الأصل ، زدتها من : ط .

(٢) في ط : غرابي بالغين المعجمة ، والصواب بالعين المهملة كما أثبتناه .

(٣) في ط : ترخّص .

سل أمك يا عُرية ، فقال عروة : أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا ، فقال ابن عباس : والله ما أراكم منتهين حتىٰ يعذبكم الله ؛ نحدثكم عن رسول الله ﷺ وتحدثونا عن أبي بكر وعمر وذكر الحديث » .

قال أبو عمر : يعني متعة الحج : وهو فسخ الحج في عُمرة [، وليس عن أبي بكر وعمر في متعة النساء رخصة ، ولا أحد من الصحابة إلَّا ابن عباس][1] .

٢٣٧٨ – وقرأت علىٰ عبد الوارث بن سفيان ، نا قاسم بن أصبغ ، ثنا أحمد بن زهير بن حرب ، ثنا يحيىٰ بن معين ، ثنا حجاج بن محمد ، ثنا شريك ، عن الأعمش ، عن فضيل بن [عمرو][2] ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال :

تمتع رسول الله ﷺ ، فقال عروة : نهىٰ أبو بكر وعمر عن المتعة ، فقال ابن عباس : ما يقول عرية ؟ قال : يقول : نهىٰ أبو بكر وعمر عن المتعة ، فقال : أراهم سيهلكون ؛ أقول : قال رسول الله ﷺ ويقولون : قال أبو بكر وعمر ؟! .

٢٣٧٩ – وقال أبو الدرداء :

« من يعذرني من معاوية ؟ أحدِّثه عن رسول الله ﷺ ويخبرني برأيه ! لا أساكنك بأرضٍ أنت بها » .

٢٣٨٠ – [وعن عبادة بن الصامت مثل ذلك بمعناه][3] .

٢٣٨١ – أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، ثنا عبد الحميد بن أحمد الوراق ، ثنا الخضر [بن][4] داود ، ثنا أبو بكر الأثرم ، ثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ، ثنا حجاج ، ثنا شريك ، عن الأعمش ، عن الفضيل بن [عمرو][5] [أُراه][6] عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال :

تمتَّع النبي ﷺ ، فقال عروة بن الزبير : نهىٰ أبو بكر وعمر عن المتعة ، فقال ابن

....

(١) الزيادة ليست في : ط .
(٢) في ط : عمر ، والصواب ما أثبتناه من الأصل .
(٣) الزيادة ليست في : ط .
(٤) كذا في ط ، وهو الصواب . وفي الأصل تصحف إلىٰ : أبو .
(٥) كذا في الأصل ، وهو الصواب . وفي ط : عمر .
(٦) كذا في الأصل ، وهو الصواب (وتقدم برقم ٢٣٧٨) . وفي ط : ورواه .

■ তাফসীর আল তাবারী, খন্ডঃ৬,পৃঃ৫৮৮।

লেখক: ইমাম আল তাবারী

وقال على رضى الله عنه : لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ، ما زنى إلا شقى

আলী (আঃ) বলেন উমর যদি মুতাহ বিয়ে নিষিদ্ধ না করতো তবে হতভাগা ছাড়া কেউ ব্যভিচারে লিপ্ত হতো না

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive https://share.google/AU6Bfb9cKKUXtM5Bw

▪ তাফসীর আল কাবির,খন্ডঃ১০,পৃঃ৫১।

লেখকঃ ইমাম মুহাম্মদ আল-রাযী ফখর আল-দীন (৫৪৪-৬০৪হি:)

وروى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : لولا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلا شقي

মুহাম্মদ ইবন জারীর আত-তাবারী তাঁর তাফসীরে বর্ণনা করেছেন আলী ইবন আবী তালিব (রাযি.) থেকে, তিনি বলেছেন:

“যদি হযরত উমর মানুষকে মুত‘আ থেকে নিষেধ না করতেন, তবে কেবল দুর্ভাগা ছাড়া আর কেউ ব্যভিচার করত না।”

PDF লিংকঃ

https://alhamdolillah.com/book/tafsir-al-fakhar-al-razi-arabic-muhammad-al-razi-fakharuddin-bin-zia-al-din-umar/

▪তাফসীর আল দূর আল মনছুর, খন্ডঃ৪,পৃঃ৩৩১।

লেখকঃ ইমাম জালালুদ্দিন আল সয়ূতি

وأخرج عبد الرزاق ، وأبو داود في (ناسخه) ، وابن جرير ، عن الحكم ، أنه سئل عن هذه الآية أمنسوخة ؟ قال : لا . وقال على : لولا أن عمر نهى عن المتعة (1) ما زني إلا شقى) .

আবদুর রাজ্জাক, আবু দাউদ (তার নাসিখ গ্রন্থে), এবং ইবন জারীর মতে হুক্মকে এটি বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এই আয়াতের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, এটি কি নাসিখ (অমান্য) হয়েছে কি না। তিনি উত্তর দিলেন: “না।”

এবং আলী (রাযি.) বলেছেন:

“যদি উমর (রাযি.) মানুষকে মুত‘আ থেকে নিষেধ না করতেন, তবে কেবল দুর্ভাগা ছাড়া আর কেউ ব্যভিচার করত না।”

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive https://share.google/CmGJ14tEhdK8ix6AR

■ তাফসীর আল কুরতুবী, খন্ডঃ৬, পৃঃ২১৬।

লেখকঃ ইমাম আল কুরতুবী

عن ابن عباس قال : ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده، ولولا نهي عمر عنها ما زَنَى إِلَّا شقي

ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন মুতাহ বিয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহর রহমত ছাড়া আর কিছুই ছিল না, যা দিয়ে তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি করুণা করেছিলেন । উমর যদি মুতাহ বিয়ে নিষিদ্ধ না করতেন, তবে হতভাগা ছাড়া আর কেউ ব্যভিচারে লিপ্ত হতো না।

PDF লিংকঃ

https://waqfeya.net/book.php?bid=2538

■ আখবার আল মাদিনা আল নাবিয়্যা,খন্ডঃ৬, পৃঃ২৮৬।

লেখকঃ ইবনে শাব্বাহ আল বসরী (১৭৩-২৬২হি:)

سعيد بن المسيب قال : رحم الله عمر رضي الله عنه، لولا أنه نهى عن المتعة لفشا الزنى ، قال :
وقال ابن عباس رضي الله عنه : رحم الله عمر رضي الله عنه لولا نهى عمر عن المتعة مازني أحد

ইমাম সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব রহঃ বলেছেন: আল্লাহ উমরের প্রতি রহম করুন। তিনি যদি মুতাহ বিয়ে নিষিদ্ধ না করতেন তবে ব্যভিচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ত না। তিনি বলেন ইবনে আব্বাস রাঃ বলতেন আল্লাহ উমরের প্রতি রহম করুন সে যদি মুতাহ বিয়ে নিষিদ্ধ না করতো তবে হতভাগা ছাড়া কেউ ব্যভিচারে লিপ্ত হতো না

PDF লিংকঃ

https://books-library.net/free-1133155909-download

❑ উমর ইবনুল খাত্তাব কর্তৃক দুইটি মুতা’ নিষিদ্ধকরণ

▪সুরাঃ আল মায়িদা আয়াতঃ৮৭।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَـكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

হে মু’মিনগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যেসব বস্তু হালাল করিয়াছেন সেই সমুদয়কে তোমরা হারাম করিও না এবং সীমালংঘন করিও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদেরকে পসন্দ করেন না।

▪সূরাঃ আল জিন আয়াতঃ২৩

اِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِسٰلٰتِهٖ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ

‘কেবল আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে পৌঁছান এবং তাঁহার বাণী প্রচারই আমার দায়িত্ব। যাহারা আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রাসূলকে অমান্য করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের অগ্নি, সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে।

▪মুসনাদ আহমদ, খন্ড:১১ পৃঃ ৪৬০,হাদীসঃ১৪৪১৬।

লেখকঃ আহমদ ইবনে হাম্বল

حدثنا عبد الصمد ثنا حماد عن عاصم عن أبي نضرة عن جابر قال : متعتان كانتا على عهد النبي فنهانا عنهما عمر رضى الله تعالى عنه فانتهينا .

আবদুস সামাদ আমাদের হাদীস শুনিয়েছেন, তিনি হাম্মাদ থেকে, তিনি আসিম থেকে, তিনি আবু নাযরাহ থেকে, তিনি জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন —

তিনি বলেছেন:

“দুটি মুতা’ রাসূলুল্লাহ -ﷺএর যুগে প্রচলিত ছিল। তারপর উমর (রাঃ) আমাদের তা থেকে নিষেধ করলেন, ফলে আমরা তা থেকে বিরত হলাম।”

▪মুসনাদ আহমদ,খন্ডঃ১১,পৃঃ৪৬০,হাদীসঃ১৪৪১৬।

https://share.google/OerHWcdpblRdWRnnP

▪জামি আত তিরিমিযি, হাদিসঃ৮২৪।

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ رَجُلاً، مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ هِيَ حَلاَلٌ . فَقَالَ الشَّامِيُّ إِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَأَمْرَ أَبِي نَتَّبِعُ أَمْ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ الرَّجُلُ بَلْ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ لَقَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ وَجَابِرٍ وَسَعْدٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ عُمَرَ . وَقَدِ اخْتَارَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمُ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ . وَالتَّمَتُّعُ أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ يُقِيمَ حَتَّى يَحُجَّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ وَعَلَيْهِ دَمٌ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُتَمَتِّعِ إِذَا صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ أَنْ يَصُومَ فِي الْعَشْرِ وَيَكُونَ آخِرُهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فَإِنْ لَمْ يَصُمْ فِي الْعَشْرِ صَامَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فِي قَوْلِ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمُ ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ يَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ . وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَأَهْلُ الْحَدِيثِ يَخْتَارُونَ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ .

সালিম ইবনু আবদুল্লাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জের সঙ্গে একত্র করে তামাত্তু করা সম্পর্কে তিনি জনৈক সিরিয়াবাসী ব্যক্তিকে আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) এর কাছে প্রশ্ন করতে শুনেছেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) বললেন, তা করা বৈধ। সিরিয়াবাসী ব্যক্তিটি বলল, আপনার পিতা তো তা করতে নিষেধ করতেন। আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) বললেন, তুমি কি মনে কর, কোন বিষয় যদি আমার পিতা নিষেধ করেন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করে থাকেন তবে সেক্ষেত্রে কি আমার পিতার অনুসরণ করা হবে, না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ করা হবে? লোকটি বলল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাজেরই তো (অনুসরণ করা হবে)। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা (তামাত্তু) করেছেন।

❑ **আহালে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের ইবনে জুরাইজ যিনি ৮০ হিঃ তে জন্ম গ্রহণ করেন মৃঃ১৪৯ হিঃ । তিনি একজন তাবে তাবেয়ী ছিলেন তিনি ৯০ জন নারীর সঙ্গে মুতাআ বিবাহ করেছে ।**

▪সিয়ার আলম আল নুবালা, খন্ডঃ৬,পৃঃ৩৩৩।

লেখকঃ ইমাম শামসুদ্দিন যাহাবী

سمعت الشافعي يقول : استمتع ابن جريج بتسعين امرأة، حتى إنه كان يحتقن في الليل بأوقية شيرج طلباً للجماع

“আমি ইমাম শাফেয়ীকে বলতে শুনেছি: ইবনু জুরাইজ নব্বইজন নারীর সঙ্গে মুতআ করেছিলেন। এমনকি তিনি যৌনমিলনের আকাঙ্ক্ষায় রাতে এক উকিয়া শিরাজ (তিলের তেল) দ্বারা নিজের শরীরে এনিমা/ওষুধ প্রয়োগ করতেন।”

PDF লিংকঃ

https://share.google/b6ps9WYvqlFQeVcNW

❑ **ইমাম ইবনে হাজম বেশ কয়েকজন সাহাবির একটি তালিকা প্রদান করেছেন যাঁরা নিকাহ আল-মুতআ অনুমোদিত মনে করতেন।** তিনি উল্লেখ করেন:

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পরও সালাফদের (পূর্বসূরিদের) একটি বিশাল অংশ যে মুতআ বিবাহকে হালাল মনে করতেন-তা দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত। তাঁদের মধ্যে বহু সাহাবিও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সেই সাহাবিদের মধ্যে রয়েছেন:

১. আসমা বিনতে আবু বকর

২. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ

৩. ইবনে মাসউদ

৪. ইবনে আব্বাস

৫. মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান

৬. আমর ইবনে হারিস

৭. আবু সাঈদ আল-খুদরি

৮. সালামাহ (ইবনে আকওয়া)

৯. মাবাদ ইবনে উমাইয়া বিন খালফ

▪আল-মুহাল্লা, খণ্ডঃ৯, পৃষ্ঠাঃ ৫১৯, মাসআলা:১৮৫৪।

লেখকঃইমাম ইবনে হাজম

مسالة قال أبو محمد : ولا يجوز نكاح المتعة وهو النكاح الى أجل و كان حلالا على عهد رسول الله الا الله ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله نسخا بانا (1) إلى يوم القيامة ، وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله الله جماعة من السلف رضى الله عنهم منهم من الصحابة رضى الله عنهم أسماء بنت أبي بكر الصديق . وجابر بن عبد الله. و ابن مسعود . و ابن عباس : ومعاوية بن أبى سفيان . وعمرو بن حريث . وأبو سعيد الخدرى . وسلمة . ومعبد ابناء أمية بن خلف ، ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله . ومدة أبى بكر . وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر ، واختلف

"একটি মাসআলা: আবু মুহাম্মদ বলেন: মুতআ বিবাহ বৈধ নয়। আর মুতআ হলো নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য সম্পাদিত বিবাহ। এটি আল্লাহর রাসূল -ﷺএর যুগে বৈধ ছিল। এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলের মাধ্যমে এটিকে সুস্পষ্টভাবে রহিত করেছেন—কিয়ামত পর্যন্ত।

তবে রাসূল -ﷺএর ইন্তেকালের পরও সালাফদের একটি দল মুতআর বৈধতার মতের ওপর অবিচল ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সাহাবিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন—আসমা বিনতে আবু বকর আস-সিদ্দীক, জাবির ইবনু আবদুল্লাহ, ইবনু মাসউদ, ইবনু আব্বাস, মু'আবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান, আমর ইবনু হুরাইস, আবু সাঈদ আল-খুদরি এবং সালামা ও মা'বাদ—উভয়েই উমাইয়া ইবনু খালাফের পুত্র।

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল -ﷺএর সময়, আবু বকরের সময় এবং উমরের খিলাফতের শেষভাগের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত সকল সাহাবির মধ্যেই এটি প্রচলিত ছিল। এরপর এ বিষয়ে মতভেদ দেখা দেয়..."

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive https://share.google/o8JPtp9yUPze9ewpI

❑ **কেবল যে মহানবীর (সা.) জামানায় উম্মতের পুরুষদের জন্য মুতআ অনুমোদিত ছিল তা-ই নয়, বরং এটি নারীদের জন্যও অনুমোদিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে, আসমা বিনতে আবু বকর (আয়েশার জ্যেষ্ঠ বোন) জুবায়েরের সাথে এই সাময়িক বিবাহে আবদ্ধ হন এবং এর মাধ্যমেই আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের গর্ভধারণ করেন!**

▪মুহাদরাত আল-উদাবা, খণ্ডঃ ৩, পৃষ্ঠাঃ ২১৪।

লেখকঃইমাম আল-রাগিব আল-ইসফাহানি (মৃঃ৫০২হিঃ)[মাযহাব: শাফেয়ী]

عير عبد الله بن الزبير عبد الله بن عباس بتحليله المتعة فقال له : سل أمك كيف سطعت المجامر بينها وبين أبيك ؟ فسألها فقالت : ما ولدتك إلا في المتعة. وسئل عن المتعة فقال : الذئب يكنى أبا حيدة أي ذلك حسن الاسم قبيح الفعل . وقال يحيى بن أكثم الشيخ البصرة : بمن اقتديت في جواز المتعة ؟ قال : بعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : كيف وعمر كان أشد الناس ، قال : لان الخبر الصحيح انه صعد الى المنبر فقال : ان الله ورسوله قد أحلا لكما متعتين واني محرمها عليكم أو أعاقب عليها ، فقبلنا شهادته ولم تقبل تحريمه . وقال رجل الآخر : زوجني أمك متعة . فقال : يا أحمق اذا زوجتكها فما معنى المتعة ؟ انما المتعة أن تزوج نفسها . وقالت امرأة :

আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাসকে মুত‘আ বৈধ মনে করার কারণে তিরস্কার করলেন। তিনি তাকে বললেন:

“তোমার মাকে জিজ্ঞেস করো—তোমার জন্মের আগে তোমার মা ও তোমার পিতার মধ্যে ধূপদানির ধোঁয়া কীভাবে উঠত?”

অতঃপর তিনি তার মাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন:

“আমি তোমাকে মুত‘আর মাধ্যমেই জন্ম দিয়েছি।”

মুত‘আ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন:

“নেকড়েকে ‘আবু হাইদাহ’ নামে ডাকা হয়—অর্থাৎ নামটি সুন্দর, কিন্তু কাজটি কুৎসিত।”

বসরার শায়খ ইয়াহইয়া ইবনু আকসাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন:

“মুত‘আ বৈধ বলার ক্ষেত্রে তুমি কার অনুসরণ করেছ?”

তিনি বললেন:

“উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর।”

তিনি বললেন:

“কীভাবে? অথচ উমর তো এ বিষয়ে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কঠোর ছিলেন!”

তিনি উত্তর দিলেন:

“কারণ একটি নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি মিম্বারে উঠে বলেছিলেন: ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদের জন্য দুই ধরনের মুত‘আ বৈধ করেছিলেন। আর আমি তা তোমাদের ওপর নিষিদ্ধ করছি অথবা এর জন্য শাস্তি দেব।’

অতএব, আমরা তাঁর বক্তব্য/সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি, কিন্তু তাঁর নিষেধাজ্ঞা গ্রহণ করিনি।”

আরেক ব্যক্তি তাকে বলল:

“তোমার মাকে আমার সঙ্গে মুত‘আতে বিবাহ দাও।”

তিনি বললেন:

“হে নির্বোধ! আমি যদি তোমার সঙ্গে তার বিবাহ সম্পন্ন করে দিই, তাহলে মুত‘আর অর্থ কী থাকে? মুত‘আ তো হলো—নারী নিজেই নিজেকে [নির্দিষ্ট সময়ের জন্য] বিবাহে প্রদান করবে।”

PDF লিংকঃ

https://share.google/tcKfm0wi9FrKyqYu2

❑ এটি এমন একটি সহিহ সানাদ (বিশুদ্ধ সনদ) বিশিষ্ট হাদিস দ্বারা আরও সমর্থিত হয়, যেখানে আসমা (রা.)-কে নারীদের মুতআ বিবাহ সম্পর্কে

জিজ্ঞেস করা হলে তিনি স্বীকার করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জামানায় তাঁরা এই ধরনের বিবাহ সম্পাদন করতেন।

▪মুসনাদ আবি দাউদ আল-তায়ালিসি,খণ্ডঃ৩, পৃষ্ঠাঃ ২০, হাদীসঃ১৭৪২।

লেখকঃ সুলায়মান ইবনে দাউদ ইবনে আল-জারুদ (মৃঃ২০৪হিঃ)[আহালে হাদীস]

حدثنا يُونُسُ ، قال : حَدَّثَنا أبو داود ، قال : حَدَّثَنا شعبة ، عن مُسْلِمٍ القُرِى ، قال : دَخَلْنا على أسماء بنت أبي بَكْرٍ ، فَسَأَلْنَاها عن مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، فَقَالَتْ : فَعَلْنَاهَا عَلَى عَهْدِ النبي

حديث صحيح.

"ইউনুস আমাদের বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আবু দাউদ আমাদের বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, শু'বা আমাদের বর্ণনা করেছেন, মুসলিম আল-কুররী থেকে। তিনি বলেন:

'আমরা আসমা বিনতে আবু বকর-এর কাছে প্রবেশ করলাম এবং তাঁকে নারীদের মুত'আ (সাময়িক বিবাহ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: আমরা নবী -ﷺএর যুগে তা করতাম।'

হাদিসটি সহিহ (বিশুদ্ধ)।"

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive https://share.google/IGCSQ8mGtgv76FysA

▪Facebook post:

https://www.facebook.com/share/p/1HdoDxkaVv/

◆ তথ্যসুত্রঃ

▪মাসাইল ইবনে বায, খন্ডঃ১,পৃঃ১৮৫,প্রশ্ন,:৫৩০-৫৩১।

PDF লিংকঃ

https://archive.org/details/01111462

▪সহীহ মুসলিম (ইঃফাঃ) হাদীসঃ৩২৮৫ -৩২৮৭ ও ৩২৯০।

লিংকঃ

https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=12896

https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=12897

https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=12898

https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=12901

▪সহীহ মুসলিম (ইঃফাঃ) হাদীসঃ৩২৯৪-৩২৯৫।

লিংকঃ

https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=12905

https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=12906

❑ মুতআ বিবাহ বৈধতার ব্যাপারে আসুন আরো বিস্তারিত রেফারেন্স দেখি

▪সুরাঃ আন নিসা আয়তঃ২৪।

وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَـكَتْ اَيۡمَانُكُمۡ‌ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيۡكُمۡ‌ۚ وَاُحِلَّ لَـكُمۡ مَّا وَرَآءَ ذٰ لِكُمۡ اَنۡ تَبۡتَـغُوۡا بِاَمۡوَالِكُمۡ مُّحۡصِنِيۡنَ غَيۡرَ مُسَافِحِيۡنَ‌ؕ فَمَا اسۡتَمۡتَعۡتُمۡ بِهٖ مِنۡهُنَّ فَاٰ تُوۡهُنَّ اُجُوۡرَهُنَّ فَرِيۡضَةً‌ ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيۡمَا تَرٰضَيۡـتُمۡ بِهٖ مِنۡۢ بَعۡدِ الۡـفَرِيۡضَةِ‌ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيۡمًا حَكِيۡمًا

এবং নারীর মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তোমাদের জন্য ইহা আল্লাহ্‌র বিধান। উল্লেখিত নারীগণ ব্যতীত অন্য নারীকে অর্থব্যয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হইল, অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য নয়। তাহাদের মধ্যে যাহাদেরকে তোমরা সম্ভোগ করিয়াছ তাহাদের নির্ধারিত মাহ্‌র অর্পণ করিবে। মাহ্‌র নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে পরস্পর রাজী হইলে তাহাতে তোমাদের কোন দোষ নাই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

▪মুস্তাদ্রাক আল সহীয়ান, খন্ডঃ২,পৃঃ৩৩৪,হাদিসঃ৩১৯২-৩১৯৩।

লেখকঃ ইমাম হাকিম আল নিসাপুরী

▪হাদিসঃ৩১৯২।

أخبرنا أبو زكريا العنبري، ثنا محمد بن عبد السلام، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ النضر بن شميل، أنبأ شعبة ، ثنا أبو سلمة قال : سمعت أبا نضرة يقول : قرأت على ابن عباس رضي الله عنهما فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة قال ابن عباس : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى . قال أبو

نضرة : فقلت ما نقرأها كذلك. فقال ابن عباس : والله لأنزلها الله كذلك .

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .

আবু নাদরা বলেন,

"আমি ইবন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর সামনে এই আয়াত পাঠ করলাম: 'অতঃপর তোমরা যেসব নারীর দ্বারা উপকৃত হবে, তাদের নির্ধারিত মোহর প্রদান করো।'

তখন ইবন আব্বাস বললেন, আয়াতটি এভাবে নাযিল হয়েছিল:

'অতঃপর তোমরা যেসব নারীর দ্বারা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উপকৃত হবে, তাদের নির্ধারিত মোহর প্রদান করো।'

আবু নাদরা বলেন, আমি বললাম, 'আমরা তো এভাবে পাঠ করি না।'

তখন ইবন আব্বাস বললেন, 'আল্লাহর শপথ! আল্লাহ এভাবেই এটি নাযিল করেছেন।'

এরপর গ্রন্থকার মন্তব্য করেন:

"এই হাদীসটি সহীহ। এর সকল বর্ণনাকারী ইমাম মুসলিমের নির্ধারিত শর্ত অনুযায়ী নির্ভরযোগ্য। তবে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম তাঁদের সহীহ গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেননি।"

▪হাদিসঃ৩১৯৩।

أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، ثنا [٠٠٠٠٠] نافع بن عمر، ثنا عبد الله بن أبي مليكة يقول : سألت عائشة رضي الله عنها عن متعة النساء فقالت : بيني وبينكم كتاب الله . قال وقرأت هذه الآية : والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى

وراء [المؤمنون : ٥ - ٧] ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا .

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

আবদুল্লাহ ইবন আবি মুলাইকা বলেন,

"আমি আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-কে নারীদের সঙ্গে মুতআ (অস্থায়ী বিবাহ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম।

তিনি বললেন, 'আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাবই যথেষ্ট প্রমাণ।'

অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন:

'আর যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে; তবে নিজেদের স্ত্রী অথবা যাদের তারা বৈধভাবে অধিকারী, তাদের ক্ষেত্রে তারা নিন্দনীয় নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি এ দুয়ের বাইরে অন্য কিছু কামনা করবে, সে-ই সীমালঙ্ঘনকারী।'

এরপর তিনি বলেন,

'আল্লাহ যাকে তোমার জন্য স্ত্রী হিসেবে বৈধ করেছেন অথবা যাকে তোমার বৈধ মালিকানায় দিয়েছেন—এর বাইরে যে কিছু অনুসন্ধান করবে, সে অবশ্যই সীমালঙ্ঘনকারী।'

এরপর ইমাম হাকিম মন্তব্য করেন:

"এই হাদীসটি সহীহ। এর সকল বর্ণনাকারী ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম—উভয়ের নির্ধারিত শর্ত অনুযায়ী নির্ভরযোগ্য। তবে তাঁরা তাঁদের সহীহ গ্রন্থে এই হাদীসটি বর্ণনা করেননি।"

PDF লিংকঃ

https://share.google/DkGCOLIOslA3Wk08y

▪ইতহাফুল মাহারাহ,খন্ডঃ৮,পৃঃ৯৩,হাদীসঃ৮৯৯৫।

লেখকঃ ইবনে হাজার আসকালানি

حديث : قرأت على ابن عباس : ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ] فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) (١) قال ابن عباس : ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ (٢) إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ، قال أبو نضرة فقلت له : ما نقرؤها كذلك ، قال : فقال ابن عباس : والله لأنزلها الله كذلك .

كم في التفسير : أنا أبوزكريا العَنْبَرِيُّ ، ثنا محمد (٣) بن عبد السلام ، ثنا إسحاق ابن إبراهيم ، ثنا النضر بن شميل ، أنا شعبة ، ثنا أبو مسلمة ، عنه ، بهذا . وقال : صحيح على شرط مسلم .

আবু নাদরা বলেন,

"আমি ইবন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর সামনে এই আয়াত পাঠ করলাম:

'অতঃপর তোমরা যেসব নারীর দ্বারা উপকৃত হবে, তাদের নির্ধারিত মোহর প্রদান করো।'

তখন ইবন আব্বাস বললেন,

'আয়াতটি এভাবে অবতীর্ণ হয়েছে: "অতঃপর তোমরা যেসব নারীর দ্বারা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত উপকৃত হবে, তাদের নির্ধারিত মোহর প্রদান করো।"'

আমি বললাম,

'আমরা তো এভাবে পাঠ করি না।'

তখন ইবন আব্বাস বললেন,

'আল্লাহর শপথ! আল্লাহ এভাবেই এটি অবতীর্ণ করেছেন।'

গ্রন্থকারের মন্তব্য:

এই বর্ণনাটি তাফসির গ্রন্থে আবু জাকারিয়া আল-আনবারী, মুহাম্মাদ ইবন আবদুস সালাম, ইসহাক ইবন ইবরাহীম, নযর ইবন শুমাইল, শু'বা, আবু সালামা এবং আবু নাদরার সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

এরপর গ্রন্থকার বলেন:

"এই হাদীসটি ইমাম মুসলিমের নির্ধারিত শর্ত অনুযায়ী সহীহ।"

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive https://share.google/45EYMuW3OspqZNjhk

❑ আসুন এবার সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ ইমাম তাবারীর তাফসীর দেখে নেই ।

▪মাজমাউল ফাতাওয়া, খন্ডঃ১৩,পৃঃ৩৮৫।

লেখকঃ ইবনে তাইমিয়া

وأما « التفاسير ، التي في أيدي الناس فأصحها ، تفسير محمد بن جرير الطبري ، فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة ، وليس فيه بدعة ، ولا ينقل عن المتهمين ،

আর মানুষের হাতে প্রচলিত তাফসিরসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ হলো ইমাম মুহাম্মদ ইবন জারীর আত-তাবারীর তাফসির। কারণ, তিনি নির্ভরযোগ্য সনদের মাধ্যমে সালাফদের বক্তব্যসমূহ বর্ণনা করেছেন। এতে কোনো বিদআত নেই এবং তিনি অভিযুক্ত (অবিশ্বস্ত) ব্যক্তিদের থেকে বর্ণনা করেননি।

PDF লিংকঃ

https://share.google/iloUJSYVbxHrvB0o4

▪তাফসীর আত-তাবারী,খন্ডঃ৬,পৃঃ৫৮৬-৫৯০।

লেখকঃইমাম আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবন জারীর আত-তাবারী [২২৪-৩১০হিঃ]

▪পৃঃ৫৮৬।

حدثنا محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلٍ ، قال : ثنا أسباط ، عن السُّدِّيّ : (فما اسْتَمْتَعْتُم به منهنَّ إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضةً ولا جناحعليكم فيما تراضيتُم به من بعد الفريضة) : فهذه المتعة ؛ الرجلُ يَنْكِحُ المرأة بشرط إلى أجل مسمى ، ويُشْهِدُ شاهديْنِ ، ويَنْكِحُ بإذن وليها ، وإذا انقضت المدة ، فليس له عليها سبيل ، وهى منه بَرِيَّةٌ ، وعليها أن تَسْتَبْرِى ما في رحمها ، وليس بينهما ميرات ، ليس يَرِثُ واحد منهما صاحبه) .

মুহাম্মাদ ইবন হুসাইন বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আহমাদ ইবন মুফাদ্দাল আমাদের বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আসবাত আমাদের বর্ণনা করেছেন। তিনি সুদ্দীর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন:

"অতঃপর তোমরা যেসব নারীর দ্বারা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত উপকৃত হবে, তাদের নির্ধারিত মোহর প্রদান করো। আর নির্ধারিত মোহরের পর পারস্পরিক সম্মতিতে যা কিছু হবে, তাতে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই।"

তিনি বলেন,

"এটাই মুতআ। অর্থাৎ একজন পুরুষ একটি নির্দিষ্ট সময়ের শর্তে একজন নারীকে বিবাহ করবে। এ বিবাহে দুজন সাক্ষী থাকবে এবং নারীর অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে বিবাহ সম্পন্ন হবে। নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেলে ওই নারীর ওপর তার আর কোনো অধিকার থাকবে না। নারী তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যাবে। এরপর নারীকে তার গর্ভে কিছু আছে কি না তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আর তাদের মধ্যে কোনো উত্তরাধিকার হবে না; একজন অপরজনের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে না।"

حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ . قال : يعنى نكاح المتعة" .

মুহাম্মাদ ইবন আমর আমাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আবু আসিম আমাদের বর্ণনা করেছেন। তিনি ঈসার সূত্রে, তিনি ইবন আবি নাজীহের সূত্রে, তিনি মুজাহিদের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন:

"অতঃপর তোমরা যেসব নারীর দ্বারা উপকৃত হবে..."

তিনি বলেন,

"এর দ্বারা মুতআ বিবাহকে বোঝানো হয়েছে।"

حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا يحيى بن عيسى ، قال : ثنا نُصَيْرُ بن أبي الأشعث ، قال : ثني ابن حبيب بن أبي ثابت ، عن أبيه ، قال : أعطاني ابن عباس

مصحفا ، فقال : هذا على قراءة أُبَى . قال أبو كريب : قال يحيى : فرأيتُ المصحف عند نُصير فيه : (فما اسْتَمْتَعْتُم به منهن إلى أجل مسمى) .

আবু কুরাইব বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ইয়াহইয়া ইবন ঈসা আমাদের বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নুসাইর ইবন আবি আল-আশআস আমাদের বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ইবন হাবীব ইবন আবি সাবিত তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন:

"ইবন আব্বাস আমাকে একটি মুসহাফ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, 'এটি উবাই ইবন কা'বের কিরাআত অনুযায়ী লেখা।'

আবু কুরাইব বলেন,

ইয়াহইয়া বলেছেন, 'আমি নুসাইরের কাছে সেই মুসহাফটি দেখেছি। সেখানে এভাবে লেখা ছিল: "অতঃপর তোমরা যেসব নারীর দ্বারা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত উপকৃত হবে..."'

▪পৃঃ৫৮৭।

حدثنا حميدُ بنُ مَسْعَدَةَ ، قال : ثنا بشرُ بنُ المُفَضَّل ، قال : ثنا داود ، عن أبي نَضْرَةَ ، قال : سألتُ ابن عباس عن متعة النساء ، قال : أَمَا تَقْرَأُ سورة (النساء) ؟ قال : قلتُ : بلى . قال : فما تَقْرأُ فيها : (فما اسْتَمْتَعْتُم به منهنَّ إلى أجل مسمى) ؟ . قلت : لا ، لو قرأتها [١/٥٢٣ظ] هكذا ما سألتك . قال : فإنها كذا .

حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنى عبد الأعلى ، قال : ثني داود ، عن أبي نَضْرَةَ ، قال : سألت ابن عباس عن المتعة . فذكر نحوه .

حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن أبي مسلمة) ، عن أبي نضرة ، قال : ، قال : / قرأت هذه الآية على ابن عباس : ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم ٥/١٣ بِهِ مِنْهُنَّ . فقال ابن عباس : (إلى أجل مسمى) . قال : قلتُ : ما أَقْرَؤُها كذلك . قال : والله لأَنْزَلَها الله كذلك . ثلاث مرات (٣) . (

حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن هبيرة ، أن ابن عباس قرأ : (فما اسْتَمْتَعْتُم به منهنَّ إلى أجل مسمى))

হুমাইদ ইবন মাসআদাহ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন বিশর ইবনুল মুফাদ্দাল। তিনি বলেন: আমাদেরকে দাউদ বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু নাদরা (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন। আবু নাদরা বলেন:

আমি ইবন আব্বাস (রা.)-কে নারীদের মুতআ (অস্থায়ী বিবাহ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, "তুমি কি সূরা আন-নিসা পড়ো না?"

আমি বললাম, "অবশ্যই পড়ি।"

তিনি বললেন, "তাহলে তুমি কি এতে এভাবে পড়ো না— 'অতঃপর তোমরা তাদের থেকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত যে উপভোগ লাভ করো, তাদেরকে তাদের নির্ধারিত মোহর প্রদান করো'?"

আমি বললাম, "না। যদি আমি এভাবেই পড়তাম, তাহলে তো আপনাকে এ বিষয়ে প্রশ্নই করতাম না।"

তখন তিনি বললেন, "এটিই এভাবে (নাযিল হয়েছে)।"

ইবনুল মুসান্না বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমাদেরকে আবদুল আ'লা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমাদেরকে দাউদ বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু নাদরা (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন।

আবু নাদরা বলেন:

আমি ইবন আব্বাস (রা.)-কে মুতআ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। এরপর তিনি পূর্বের বর্ণনার অনুরূপ উত্তর প্রদান করেন।

ইবনুল মুসান্না বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইবন জা'ফর বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমাদেরকে শু'বা বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু মুসলামাহ থেকে, তিনি আবু নাদরা (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন।

আবু নাদরা বলেন:

আমি ইবন আব্বাস (রা.)-এর সামনে এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলাম:

“অতঃপর তোমরা তাদের থেকে যে উপভোগ লাভ করো...”

তখন ইবন আব্বাস (রা.) বললেন:

“(নির্ধারিত সময় পর্যন্ত)।”

আমি বললাম,

“আমি তো এভাবে পড়ি না।”

তিনি বললেন,

“আল্লাহর শপথ! আল্লাহ এভাবেই এটি নাযিল করেছেন।”

তিনি এ কথা তিনবার বললেন।

ইবনুল মুসান্না বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমাদেরকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমাদেরকে শু‘বা বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু ইসহাক থেকে, তিনি হুবাইরা থেকে বর্ণনা করেন যে,

ইবন আব্বাস (রা.) এভাবে তিলাওয়াত করতেন

“অতঃপর তোমরা তাদের থেকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত যে উপভোগ লাভ করো...”

▪পৃঃ৫৮৮।

حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا ابن أبي عَدِيٍّ ، عن شعبة ، وحدثنا خلاد بن

أَسْلَمَ ، قال : أخبرنا النَّضْرُ ، قال : أخبرنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن ابن عباس بنحوه .

حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : في قراءة أُبَي بن كعب : (فما اسْتَمْتَعْتُم به منهنَّ إلى أَجَلٍ مسمى)) . (١)

حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن الحكم ، قال : سألته عن هذه الآية : ﴿ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ . إلى هذا الموضع : ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ) أمنسوخة هي ؟ قال : لا . قال الحكم : وقال علي رضي الله عنه : لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ، ما زنى إلا شقى) .

حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا عيسى بن عمر القارئ الأسدي ، عن عمرو بن مُرَّةَ ، أنه سمع سعيد بن جبيرٍ يَقْرَأُ : (فما استمتعتم به منهنَّ إلى أَجَلٍ مُسَمًّى فآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)) .

قال أبو جعفر : وأَوْلَى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل من تأوَّله : فما نكحتموه منهنَّ فجامَعْتُموه ، فآتُوهُنَّ أجورهنَّ . لقيام الحجة بتحريم الله مُتْعَةَ النساء على غير وجه النكاح الصحيح أو الملك الصحيح، على لسان رسوله .

ইবনুল মুসান্না আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ইবন আবী আদী আমাদের বর্ণনা করেছেন, শু'বা থেকে।

আবার খাল্লাদ ইবন আসলাম বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নযর আমাদের সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, শু'বা আমাদের সংবাদ দিয়েছেন, আবু ইসহাক থেকে, তিনি ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে পূর্ববর্তী বর্ণনার অনুরূপ একটি বর্ণনা করেছেন।

ইবন বাশ্শার আমাদের বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আবদুল আ'লা আমাদের বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, সাঈদ আমাদের বর্ণনা করেছেন, কাতাদা থেকে। তিনি বলেন:

উবাই ইবন কা'ব (রাঃ)-এর কিরাআতে ছিল:

"অতঃপর তোমরা তাদের মধ্যে যাদের দ্বারা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উপকৃত হবে, তাদেরকে তাদের প্রাপ্য মোহর প্রদান করো।"

(فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)

মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না আমাদের বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ইবন জাফর আমাদের বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, শু'বা আমাদের বর্ণনা করেছেন, হাকাম থেকে। তিনি বলেন:

আমি তাকে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম:

"এবং বিবাহিত নারীগণও তোমাদের জন্য হারাম, তবে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীরা ব্যতীত..." — এ অংশ থেকে "অতঃপর তোমরা তাদের মধ্যে যাদের দ্বারা উপকৃত হয়েছ..." পর্যন্ত।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটি কি মানসুখ (রহিত) হয়ে গেছে?

তিনি বললেন, "না।"

এরপর হাকাম বলেন:

আলী (রাঃ) বলেছেন:

"যদি উমর (রাঃ) মুতআ (অস্থায়ী বিবাহ) নিষিদ্ধ না করতেন, তবে দুর্ভাগা ব্যক্তি ছাড়া কেউ ব্যভিচার করত না।"

আল-মুসান্না আমাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আবু নু'আইম আমাদের বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ঈসা ইবন উমর আল-কারি আল-আসাদী আমাদের বর্ণনা করেছেন, আমর ইবন মুররা থেকে। তিনি বলেন:

আমি সাঈদ ইবন জুবাইর-কে এভাবে কিরাআত করতে শুনেছি:

"অতঃপর তোমরা তাদের মধ্যে যাদের দ্বারা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উপকৃত হবে, তাদেরকে তাদের প্রাপ্য মোহর প্রদান করো।"

(فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن)

আবু জাফর (ইমাম আত-তাবারী) বলেন:

এ দুটি ব্যাখ্যার মধ্যে আমার নিকট অধিক সঠিক ব্যাখ্যা হলো সেই ব্যাখ্যা, যার অর্থ হচ্ছে:

"তোমরা যেসব নারীকে বিবাহ করেছ এবং তাদের সঙ্গে সহবাস করেছ, তাদেরকে তাদের নির্ধারিত মোহর প্রদান করো।"

কারণ, নির্ভরযোগ্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলের ভাষায় বৈধ শরয়ী বিবাহ অথবা বৈধ মালিকানা (দাসী) ব্যতীত নারীদের সঙ্গে 'মুতআ'কে হারাম করে দিয়েছেন।

▪পৃঃ৫৮৯।

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، قال :

ثني الربيع بن سَبْرَةَ الجهني ، عن أبيه ، أن النبي قال : (اسْتَمْتِعوا من هذه (١) النساء » . والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج) .

وقد دللنا على أن المتعة على غير النكاح الصحيح حرام ، في غير هذا الموضع من كتبنا ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع .

وأما ما روى عن أبي بن كعب وابن عباس من قراءتهما : (فما استمتعتم به

منهنَّ إلى أجل مسمى) . فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين ، وغير جائز لأحد أن يُلحق فى كتاب الله تعالى شيئًا لم يأت به الخبر القاطع العذرَ عَمَّن لا يجوز خلافه .

القول في تأويل قوله : ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) .

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ؛ فقال بعضهم : معنى ذلك : لا حرج عليكم أيها الأزواج ، إن أدركتكُم عُسْرَةٌ بعد أن فرَضْتُم لنسائكم أجورهن فريضة ، فيما تراضيتم به من حط وبراءة ، بعد الفرض الذي سلف منكم لهن ما كنتم فرضتم .

ইবনু ওয়াকী' আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাদের বর্ণনা করেছেন, আবদুল আজীয ইবন উমর ইবন আবদুল আজীয থেকে। তিনি বলেন, রাবী' ইবন সাবরা আল-জুহানী আমাকে বর্ণনা করেছেন, তাঁর পিতা থেকে। তিনি বলেন,

নবী ﷺবলেছেন:

"তোমরা এই নারীদের দ্বারা উপকৃত (ইস্তিমতা) হও।"

তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন:

"তৎকালে আমাদের নিকট 'ইস্তিমতা' বলতে বিবাহ (তাযউইজ/নিকাহ) বোঝানো হতো।"

আমরা আমাদের অন্যান্য গ্রন্থে প্রমাণসহ আলোচনা করেছি যে, বৈধ শরয়ী নিকাহ ব্যতীত যে 'মুতআ', তা হারাম। তাই এখানে পুনরায় তা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

আর উবাই ইবন কা'ব ও ইবন আব্বাস (রা.) থেকে যে কিরাআত বর্ণিত হয়েছে—

"অতঃপর তোমরা তাদের মধ্যে যাদের দ্বারা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উপকৃত হবে..." (إلى أجل مسمى)

এটি মুসলিমদের প্রচলিত মুসহাফসমূহে বিদ্যমান পাঠের বিপরীত। তাই আল্লাহর কিতাবে এমন কোনো শব্দ সংযোজন করা কারও জন্য বৈধ নয়, যা এমন অকাট্য প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়, যার বিরোধিতা করা বৈধ নয়।

আল্লাহ তাআলার এই বাণীর তাফসীর:

"আর মোহর নির্ধারণের পর তোমরা পরস্পরের সম্মতিতে যা কিছু পরিবর্তন করবে, তাতে তোমাদের কোনো পাপ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"

(সূরা আন-নিসা, ৪:২৪)

এ আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাফসীরকারীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

একদল বলেছেন: এর অর্থ হলো—

হে স্বামীরা! তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদের জন্য নির্ধারিত মোহর ধার্য করে ফেলেছ, এরপর যদি আর্থিক সংকটে পড়ো, তবে পরস্পরের সম্মতিতে সেই নির্ধারিত মোহরের কিছু অংশ কমিয়ে দেওয়া, মওকুফ করা বা ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই। অর্থাৎ, পূর্বে যে মোহর নির্ধারণ করেছিলে, পরে উভয়ের সম্মতিতে তাতে পরিবর্তন করলে তাতে কোনো দোষ নেই।

▪পৃঃ৫৯০।

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا المُعْتَمِرُ بن سليمان ، عن أبيه ، قال : زعم حَضْرَمي أن رجالاً كانوا يفرضون المهر ، ثم عسى أن يُدْرِكَ أحدهم العسرة ،

فقال الله : ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) .

وقال آخرون : معنى ذلك : ولا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتُم أنتم والنساء اللواتى اسْتَمْتَعْتُم بهنَّ إلى أجل مسمى ، إذا انقضى الأجل الذي أجلتموه بينكم وبينهن في الفراقِ ، أن يَزِدْنَكم في الأجل ، وتزيدوا من الأجر والفريضة ، قبل أن يَسْتَبْرِئْنَ أَرْحَامَهنَّ .

মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মু'তামির ইবন সুলাইমান আমাদের বর্ণনা করেছেন, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:

একজন হাদরামী ব্যক্তি বলেছেন: কিছু লোক প্রথমে তাদের স্ত্রীর জন্য মোহর নির্ধারণ করত। পরে কখনো তাদের কারও আর্থিক সংকট দেখা দিত। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন:

"আর মোহর নির্ধারণের পর তোমরা পরস্পরের সম্মতিতে যা কিছু করবে, তাতে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই।"

(সূরা আন-নিসা, ৪:২৪)

অন্য একদল মুফাসসির বলেছেন:

এই আয়াতের অর্থ হলো—

হে মানুষ! তোমরা এবং যেসব নারীর সঙ্গে তোমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ইস্তিমতা (ভোগ/সম্পর্ক) স্থাপন করেছ, সেই নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে বিচ্ছেদের সময় উপস্থিত হলে, যদি তোমরা উভয় পক্ষের সম্মতিতে সেই সময়সীমা আরও বাড়াতে চাও এবং এর বিনিময়ে মোহর বা পারিশ্রমিকও বৃদ্ধি করতে চাও, তবে তাতে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই— তবে তা তাদের ইদ্দত (গর্ভাশয় শূন্য হওয়া) শুরু হওয়ার আগেই।

PDF লিংকঃ

https://share.google/xXuvETqmp90XJ58Ko

▪আল-জামি‘ লি-আহকামিল কুরআন, খন্ডঃ ৫,পৃঃ১২৯।

লেখকঃ ইমাম কুরতুবি

الثامنة - قوله تعالى : (فَما استمتعتم به مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) الاستمتاع التلذذ ، والأجور المهور ؛ وسمى المهر أجرا لأنه أجر الاستمتاع، وهذا نص في أن المهر يسمى أجرا ، ودليل على أنه في مقابلة البضع ؛ لأن ما يقابل المنفعة يُسمى أجرا . وقد اختلف العلماء في المعقود عليه في النكاح ما هو : بدن المرأة أو منفعة البضع أو الحل ؛ ثلاثة أقوال، والظاهر المجموع ؛ فإن العقد يقتضى كل ذلك . والله أعلم .

التاسعة - واختلف العلماء في معنى الآية؛ فقال الحسن ومجاهد وغيرهما : المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح فآتوهن أجورهن أي مهورهن، فإذا

অষ্টম আলোচনা: মহান আল্লাহর বাণী—

﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾

অর্থাৎ, “অতঃপর তোমরা তাদের থেকে যে বৈধ উপভোগ লাভ করো, তাদেরকে তাদের নির্ধারিত মোহর অবশ্যই প্রদান করো।”

এখানে ‘ইস্তিমতা‘ (الاستمتاع) বলতে আনন্দ লাভ করা ও দাম্পত্য ভোগকে বোঝানো হয়েছে। আর ‘উজূর’ (الأجور) বলতে মোহর (মাহর) বোঝানো

হয়েছে। মোহরকে ‘পারিশ্রমিক’ (অজর) বলা হয়েছে, কারণ এটি দাম্পত্য উপভোগের বিনিময়ে নির্ধারিত অধিকার। এই আয়াত স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, মোহরকে ‘অজর’ (পারিশ্রমিক) বলা বৈধ। এটিও প্রমাণ করে যে, মোহর দাম্পত্য অধিকারের (বুয‘/যৌন সম্পর্কের অধিকার) বিনিময়ে নির্ধারিত হয়। কেননা, যে জিনিস কোনো উপকার বা উপভোগের বিনিময়ে প্রদান করা হয়, তাকে ‘অজর’ বা পারিশ্রমিক বলা হয়।

এরপর আলেমগণ এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন যে, বিবাহ চুক্তির (নিকাহর) মূল বিষয়বস্তু কী?

১. নারীর সমগ্র দেহ,

২. কেবল দাম্পত্য উপভোগের অধিকার,

৩. অথবা স্বামী-স্ত্রীর জন্য পরস্পরকে বৈধ (হালাল) করে দেওয়া।

এ বিষয়ে তিনটি মত রয়েছে। তবে বাহ্যত সঠিক মত হলো, এই তিনটি বিষয়ই নিকাহ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত। কারণ, নিকাহর চুক্তি এ সবকিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

নবম আলোচনা:

এই আয়াতের অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আলেমগণ মতভেদ করেছেন।

হাসান বসরী, মুজাহিদ এবং আরও অনেক আলেম বলেছেন, এর অর্থ হলো—

“তোমরা বৈধ ও সহীহ নিকাহের মাধ্যমে নারীদের সঙ্গে দাম্পত্য মিলনে যে উপভোগ ও আনন্দ লাভ করো, তাদেরকে তাদের নির্ধারিত মোহর প্রদান করো।”

অর্থাৎ, এখানে ‘উজূর’ বলতে মোহর বোঝানো হয়েছে। এরপর... (পরবর্তী অংশে ইমাম কুরতুবী (রহ.) বিভিন্ন আলেমের অন্যান্য ব্যাখ্যা উল্লেখ করবেন)।

PDF লিংকঃ

https://share.google/jjQeDrs8Z7WAUIsDE

❑ সর্ব প্রথম উমর ইবনে খাত্তাব মুতআ বিবাহ নিষিদ্ধ করেন

▪তাফসীর দুরর মনছুর,খন্ডঃ২,পৃঃ৪৭৮-৪৮৪।

লেখকঃ ইমাম জালালুদ্দিন সয়ূতি (মৃঃ৯১১হিঃ)

▪পৃঃ৪৮৪।

طرق عن أبي نضرة قال : قرأت على ابن عباس له فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة قال ابن عباس : (فما استمتعتم به منهن الى أجل مسمى). فقلت : ما نقرؤها كذلك ! فقال ابن عباس : والله لا نزلها الله كذلك

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال : في قراءة أبي بن كعب ((فما استمتعتم به منهن الى أجل مسمى)).

وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن سعيد بن جبير قال : في قراءة أبي بن كعب ((فما استمتعتم به منهن الى أجل مسمى)) .

وأخرج عبد الرزاق عن عطاء . انه سمع ابن عباس يقرؤها ، فما استمتعتم به منهن الى أجل فآتوهن أجورهن ، وقال ابن عباس : في حرف أبي ((إلى أجل مسمى)).

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فما استمتعتم به منهن) قال : يعني نكاح المتعة .

وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال : هذه المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط الى أجل مسمى ، فاذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل ، وهي منه بريئة ،

আবু নাদরা (রহ.) থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন:

আমি ইবন আব্বাস (রা.)-এর সামনে তিলাওয়াত করছিলাম। আমি পড়লাম:

“অতঃপর তোমরা তাদের থেকে যে উপভোগ লাভ করো, তাদেরকে তাদের নির্ধারিত মোহর প্রদান করো।”

তখন ইবন আব্বাস (রা.) বললেন:

“(এটি এভাবে:) ‘অতঃপর তোমরা তাদের থেকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত যে উপভোগ লাভ করো...’”

আমি বললাম, “আমরা তো এভাবে পড়ি না!”

তখন ইবন আব্বাস (রা.) বললেন,

“আল্লাহর শপথ! আল্লাহ এভাবেই এটি নাযিল করেছেন।”

আবদ ইবন হামীদ ও ইবন জারীর, কাতাদা (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

উবাই ইবন কা‘ব (রা.)-এর কিরাআতে ছিল:

“অতঃপর তোমরা তাদের থেকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত যে উপভোগ লাভ করো...”

ইবন আবি দাউদ তাঁর আল-মাসাহিফ গ্রন্থে সাঈদ ইবন জুবাইর (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

উবাই ইবন কা‘ব (রা.)-এর কিরাআতে ছিল:

“অতঃপর তোমরা তাদের থেকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত যে উপভোগ লাভ করো...”

আবদুর রাযযাক, আতা (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

আমি ইবন আব্বাস (রা.)-কে এভাবে তিলাওয়াত করতে শুনেছি:

“অতঃপর তোমরা তাদের থেকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত যে উপভোগ লাভ করো, তাদেরকে তাদের নির্ধারিত মোহর প্রদান করো।”

এরপর ইবন আব্বাস (রা.) বলেন:

“উবাই (ইবন কা‘ব)-এর কিরাআতে ছিল: ‘নির্ধারিত সময় পর্যন্ত।’”

আবদ ইবন হামীদ ও ইবন জারীর, মুজাহিদ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি “অতঃপর তোমরা তাদের থেকে যে উপভোগ লাভ করো”—এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

“এর দ্বারা মুতআ বিবাহকে বোঝানো হয়েছে।”

ইবন জারীর, সুদ্দী (রহ.) থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

“এটি মুতআ (অস্থায়ী) বিবাহ সম্পর্কে। একজন ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ের শর্তে একজন নারীকে বিবাহ করে। যখন সেই নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে যায়, তখন তার ওপর ওই নারীর আর কোনো অধিকার থাকে না এবং নারীও তার থেকে সম্পূর্ণ সম্পর্কমুক্ত হয়ে যায়।”

PDF লিংকঃ

https://share.google/IhjmfWIUyPn6nehBP

▪তারিখুল খুলাফা,পৃঃ২৪৫।

লেখকঃ ইমাম জালালুদ্দিন সয়ুতি (মৃঃ৯১১হিঃ)

قال العسكري : (هو أول من سمي أمير المؤمنين ، وأول من كتب التاريخ من الهجرة ، وأول من اتخذ بيت المال ، وأول من سن قيام شهر رمضان ، وأول من عسَّ بالليل ، وأول من عاقب على الهجاء ، وأول من ضرب في الخمر ثمانين ، وأول من حرم المتعة

আল-আসকারি বলেন:

“তিনি (উমর ইবনুল খাত্তাব) সর্বপ্রথম ‘আমীরুল মুমিনীন’ (মুমিনদের নেতা) উপাধিতে পরিচিত হন। তিনিই সর্বপ্রথম হিজরতের ভিত্তিতে ইসলামী সন

(তারিখ) প্রবর্তন করেন। তিনিই সর্বপ্রথম বায়তুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই সর্বপ্রথম রমজান মাসে তারাবিহর জামাত চালু করেন। তিনিই সর্বপ্রথম রাতে নগর পরিদর্শনের ব্যবস্থা করেন। তিনিই সর্বপ্রথম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপমূলক কবিতার জন্য শাস্তি প্রদান করেন। তিনিই সর্বপ্রথম মদ্যপানের শাস্তি আশি বেত্রাঘাত নির্ধারণ করেন। এবং তিনিই সর্বপ্রথম মুতআ (অস্থায়ী বিবাহ) নিষিদ্ধ করেন।"

PDF লিংকঃ

https://share.google/tJVXEKsm6e5UJZW3W

▪আল-আওয়াইল,

পৃঃ১৬২।

লেখকঃ আবু হিলাল আল-আসকারি

أول من حرم المتعة (٢) . عمر (رضي الله عنه)

أخبرنا أبو احمد عن الجوهرى عن أبي زيد عن أبي خداش عن عيسى بن يونس عن الاملح قال : سمعت الزبير يقول : تمتع عمرو بن حريث من امرأة بالمدينة فحبلت ، فأتى بها عمر فأراد ان يضربها ، فقالت : تمتع منى عمرو بن حريث ، فقال : من شهد نكاحك ؟ فقالت : أمى وأختى ، فأرسل عمر الى عمرو فقدم ، فسأله ، فقال : صدقت ، فقال عمر للناس : هذا نكاح فاسد وقد دخل فيه ما ترون ، ورأى عمر ان يحرمه ، قال الزبير : فقلت لجابر : هل بينهما ميراث ؟ فقال : لا ، وخطب عمر فقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله ـ ل ـ أنا أنهى عنهما ، أو أعاقب (٣) عليهما ، قال سعيد بن المسيب :

প্রথম ব্যক্তি যিনি মুতআ (অস্থায়ী বিবাহ) নিষিদ্ধ করেন: উমর (রাঃ)

আমাদেরকে আবু আহমদ বর্ণনা করেছেন, তিনি আল-জাওহারী থেকে, তিনি আবু যায়দ থেকে, তিনি আবু খিদাশ থেকে, তিনি ঈসা ইবন ইউনুস থেকে, তিনি আল-আমলাহ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:

আমি যুবাইরকে বলতে শুনেছি:

আমর ইবন হারীস মদিনায় এক নারীর সঙ্গে মুতআ বিবাহ করেছিলেন। পরে সেই নারী গর্ভবতী হন। তখন তাকে উমরের কাছে আনা হয়। উমর তাকে শাস্তি দিতে (প্রহার করতে) চাইলেন।

নারীটি বলল, "আমর ইবন হারীস আমার সঙ্গে মুতআ বিবাহ করেছিলেন।"

উমর জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের এই বিবাহের সাক্ষী কে ছিল?"

সে বলল, "আমার মা ও আমার বোন।"

এরপর উমর আমর ইবন হারীসকে ডেকে পাঠালেন। তিনি উপস্থিত হলে উমর তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, "সে সত্যই বলেছে।"

তখন উমর লোকদের উদ্দেশে বললেন:

"এটি একটি ত্রুটিপূর্ণ (ফাসিদ) বিবাহ। কিন্তু এতে যা সংঘটিত হয়েছে, তা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ।"

এরপর উমর এটিকে (মুতআকে) নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

যুবাইর বলেন:

আমি জাবির (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, "তাদের উভয়ের মধ্যে কি উত্তরাধিকার (মীরাস) হবে?"

তিনি বললেন, "না।"

এরপর উমর ভাষণ দিয়ে বললেন:

«"দুটি মুতআ রাসূলুল্লাহ (-(ﷺএর যুগে প্রচলিত ছিল। আমি এ দুটিকে নিষিদ্ধ করছি এবং যে এগুলো করবে তাকে শাস্তি দেব।"»

এরপর বর্ণনায় এসেছে:

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব বলেন... (এর পরের অংশ এখানে উদ্ধৃত হয়নি।)

PDF লিংক

https://share.google/ZLnCRjRWT32PtHO7w

▪মা'আছিরুল আনাফাহ ফি মা'আলিমিল খিলাফাহ,খন্ডঃ৩,পৃঃ৩৩৮।

লেখকঃ আহমদ ইবন আলী আল-কালকাশান্দী (৭৫৬–৮২০ হিজরি)[মাযহাব: হানাফি]

وهو أول من حرم المتعة بالنساء ، وهي أن تنكح المرأة على شيء إلى أجل ، وكانت مباحة قبل ذلك .

"এবং তিনিই সর্বপ্রথম নারীদের সঙ্গে মুতআ (অস্থায়ী) বিবাহ নিষিদ্ধ করেন। মুতআ হলো—নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য কোনো নারীর সঙ্গে নির্ধারিত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। এর পূর্বে তা বৈধ (মুবাহ) ছিল।"

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive https://share.google/qLPxrl2HjonmcDzNK

❑ সুন্নীদের দাবী: কুরআনে কোথাও মুত'আ বিবাহ নেই

আসুন দাবি খন্ডন করি

▪শারহু সহীহিল বুখারী,খন্ডঃ৭,পৃঃ২২৫।

লেখকঃ ইবন বাত্তাল (মৃঃ৪৪৯ হিঃ)[মাযহাব: মালেকী]

ولا خلاف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه ، وأن الفرقة تقع فيه عند انقضاء الأجل من غير طلاق ،

"এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই যে, মুতআ (অস্থায়ী) বিবাহ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সম্পাদিত একটি বিবাহ, যাতে উত্তরাধিকার (মীরাস) প্রযোজ্য হয় না। আর নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেলে কোনো তালাক ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়।"

PDF লিংকঃ

Source: المكتبة المفتوحةhttps://share.google/boloUhfpKlYjQYmhk

■উমদাতুল কারী শারাহ সহীহ আল বুখারী,খন্ডঃ১৭,পৃঃ২৪৬,হাদিসঃ২৩৭।

লেখকঃশাইখুল ইমাম আল্লামা বদরুদ্দীন আবু মুহাম্মদ মাহমুদ ইবন আহমদ আল-আইনী (মৃঃ৮৫৫হিঃ) [মাযহাব হানাফি]

نكاح المتعة هو النكاح

الذي بلفظ التمتع الى وقت معين نحو ان يقول لامراة أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال وقال ابن عبد البر في التمهيد اجمعوا على ان المتعة نكاح لا أشهاد فيه وانه نكاح الى اجل تقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما قال وهذا ليس حكم الزوجات في كتاب الله ولا سنة رسوله انتهى

"নিকাহে মুতআ" হলো সেই বিবাহ, যা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য 'তমাত্তু' (উপভোগ) শব্দ ব্যবহার করে সম্পাদিত হয়। যেমন, কোনো ব্যক্তি কোনো নারীকে বলে: "আমি অমুক পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে অমুক সময়ের জন্য তোমার সঙ্গে মুতআ করছি।"

আর ইবন আবদুল বার তাঁর 'আত-তামহীদ' গ্রন্থে বলেছেন:

"আলেমগণ একমত যে, মুতআ হলো এমন এক ধরনের বিবাহ, যাতে সাক্ষীর শর্ত থাকে না। এটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সম্পাদিত হয়। নির্ধারিত সময় শেষ হলে তালাক ছাড়াই তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক উত্তরাধিকার (মীরাস)ও প্রতিষ্ঠিত হয় না।"

তিনি আরও বলেন:

"এটি আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত স্ত্রীদের বিধান নয় এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ অনুযায়ীও স্ত্রীদের বিধান এমন নয়।" সমাপ্ত।

PDF লিংকঃ

https://share.google/4XGLMi1SUfDBlAGfj

▪আল-জামি‘ লি-আহকামিল কুরআন, খন্ডঃ ৫,পৃঃ১৩২।

লেখকঃ ইমাম কুরতুবি

: لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق ، وقال ابن عطية : « وكانت المتمة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى وعلى ألا ميراث بينهما ، ويعطيها ما أتفقا عليه ، فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل ويستبرئ رحمها ، لأن الولد لاحق فيه بلا شك ان لم تحمل حلت لغيره ،

“সালাফ ও খালাফ (পূর্ববর্তী ও পরবর্তী) আলেমদের মধ্যে এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই যে, মুতআ হলো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সম্পাদিত একটি বিবাহ। এতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে উত্তরাধিকার (মীরাস) নেই এবং নির্ধারিত সময় শেষ হলে তালাক ছাড়াই তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে।

ইবন আতিয়্যাহ বলেন:

‘মুতআর পদ্ধতি ছিল এই যে, একজন পুরুষ একজন নারীকে দুইজন সাক্ষী ও অভিভাবকের (ওয়ালি) অনুমতিক্রমে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ করত। শর্ত থাকত যে, তাদের মধ্যে কোনো উত্তরাধিকার থাকবে না। উভয়ের সম্মতিতে নির্ধারিত অর্থ সে নারীকে প্রদান করত। এরপর নির্ধারিত সময় শেষ হলে তার ওপর ওই পুরুষের আর কোনো অধিকার থাকত না। তবে নারীর গর্ভ খালি (ইস্তিবরা) হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা হতো। কারণ, যদি সন্তান জন্মাত, তবে সে সন্তানের বংশপরিচয় ওই পুরুষের সঙ্গেই যুক্ত হতো—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আর যদি গর্ভবতী না হতো, তবে সে অন্য পুরুষকে বিবাহ করতে পারত।’

PDF লিংকঃ

https://share.google/jjQeDrs8Z7WAUIsDE

▪আত-তামহীদ,খন্ডঃ১০,পৃঃ১১৬।

লেখকঃআবু উমর ইউসুফ ইবন আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ আন-নামারী আল-কুরতুবী(৩৬৮-৪৬৩ হিঃ)

وأجمعوا أن المتعة نكاح لا اشعاد فيه ولا ولي، وانه نكاحالى أجل، نقع فيه الفرقة بلا طلاق، ولا ميراث بينهما .

“তাঁরা (আলেমগণ) সর্বসম্মত যে, মুতআ এমন এক ধরনের বিবাহ যাতে সাক্ষী ও অভিভাবক (ওয়ালি) থাকে না। এটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সম্পাদিত একটি বিবাহ। নির্ধারিত সময় শেষ হলে তালাক ছাড়াই তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক উত্তরাধিকার (মীরাস)ও থাকে না।”

PDF লিংকঃ

Source: المكتبة الوقفيةhttps://share.google/6I5Wzvbdp8ASWu0Au

▪শারাহ সহীহ আল বুখারী,খন্ডঃ৭,পৃঃ২২৫।

লেখকঃ আবুল হুসাইন আলী ইবন খালাফ ইবন আব্দুল মালিক (মৃঃ৪৪৯ হিঃ)[মাযহাব: মালেকী]

روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس تحليل المتعة وروي أنه رجع عنها بأسانيد ضعيفة ، وإجازة المتعة عنه أصح ، وهو مذهب الشيعة

"মক্কা ও ইয়েমেনের আলেমরা ইবন আব্বাস (রা.) থেকে মুতআকে বৈধ বলার মত বর্ণনা করেছেন। আবার এ-ও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি পরবর্তীতে সেই মত থেকে ফিরে এসেছিলেন; তবে এ বিষয়ে যে সনদগুলো এসেছে, সেগুলো দুর্বল। পক্ষান্তরে, তাঁর পক্ষ থেকে মুতআ বৈধ হওয়ার বর্ণনাগুলো অধিক সহীহ (অধিক নির্ভরযোগ্য)। আর এটিই শিয়া মতবাদের অবস্থান।"

PDF লিংকঃ

Source: المكتبة الوقفيةhttps://share.google/rdHDhktq9gfbuBxnM

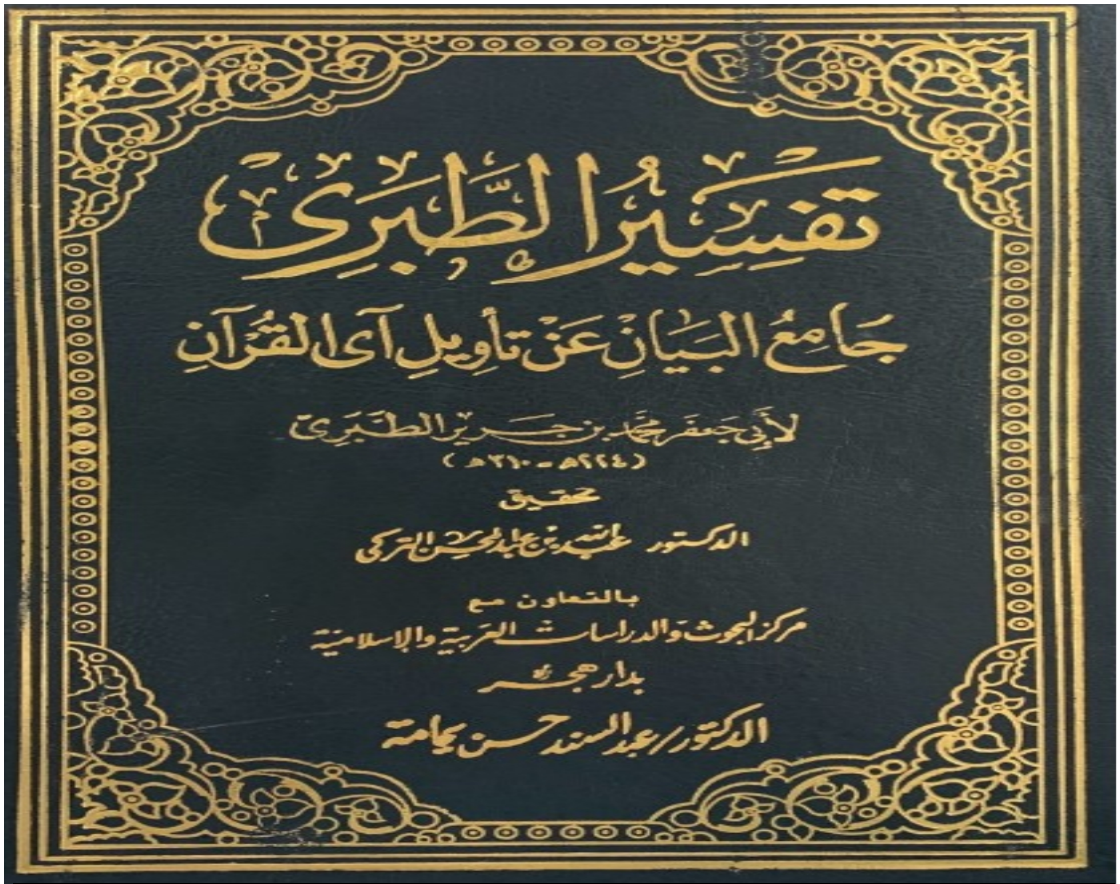

تفسير الطبري

جامع البيان عن تأويل آي القرآن

لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري
(٢٢٤هـ - ٣١٠هـ)

تحقيق
الدكتور/ عبد الله بن عبد المحسن التركي
بالتعاون مع
مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية
بدار هجر
الدكتور/ عبد السند حسن يمامة

الجزء السادس

هجر
للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

T.Al Tabari

أَسْلَمَ ، قال : أخبرَنا النَّضْرُ ، قال : أخبرَنا شعبةُ ، عن أبي إسحاقَ ، عن ابنِ عباسٍ بنحوِه .

حدَّثنا ابنُ بشَّارٍ ، قال : ثنا عبدُ الأعلى ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ ، قال : فى قراءةِ أُبَىِّ بنِ كعبٍ : (فما اسْتَمْتَعْتُم به منهنَّ إلى أجَلٍ مسمًّى) (1) .

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن الحكَمِ ، قال : سألتُه عن هذه الآيةِ : ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ . إلى هذا الموضعِ : ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ﴾ أمنسوخةٌ هى ؟ قال : لا . قال الحكَمُ : وقال علىٌّ رضِى اللهُ عنه : لولا أن عمرَ رضِى اللهُ عنه نهَى عن المتعةِ ، ما زنَى إلا شقىٌّ (2) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو نُعَيْمٍ ، قال : ثنا عيسى بنُ عمرَ القارئُ الأَسَدىُّ ، عن عَمرِو بنِ مُرَّةَ ، أنه سمِع سعيدَ بنَ جُبيرٍ يَقْرأُ : (فما اسْتَمتعتم به منهنَّ إلى أجَلٍ مُسمًّى فآتوهنَّ أُجورَهنَّ) (3) .

قال أبو جعفرٍ : وأَوْلَى التأويلين فى ذلك بالصوابِ تأويلُ مَن تأوَّلَه : فما نَكَحْتُموه منهنَّ فجامَعْتُموه ، فآتوهنَّ أجورَهنَّ . لقيامِ الحجةِ بتحريمِ اللهِ مُتْعَةَ النساءِ على غيرِ وجهِ النكاحِ الصحيحِ أو المِلْكِ الصحيحِ ، على لسانِ رسولِه ﷺ .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن عبدِ العزيزِ بنِ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ، قال :

---

(1) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٤٠/٢ إلى المصنف وعبد بن حميد .

(2) أخرجه ابن الجوزى فى نواسخ القرآن ص ٢٧٠ من طريق محمد بن المثنى به ، وينظر مصنف عبد الرزاق (١٤٠٢٩) .

(3) أخرجه ابن أبى داود فى المصاحف ص ٥٣، من طريق عيسى بن عمر به .

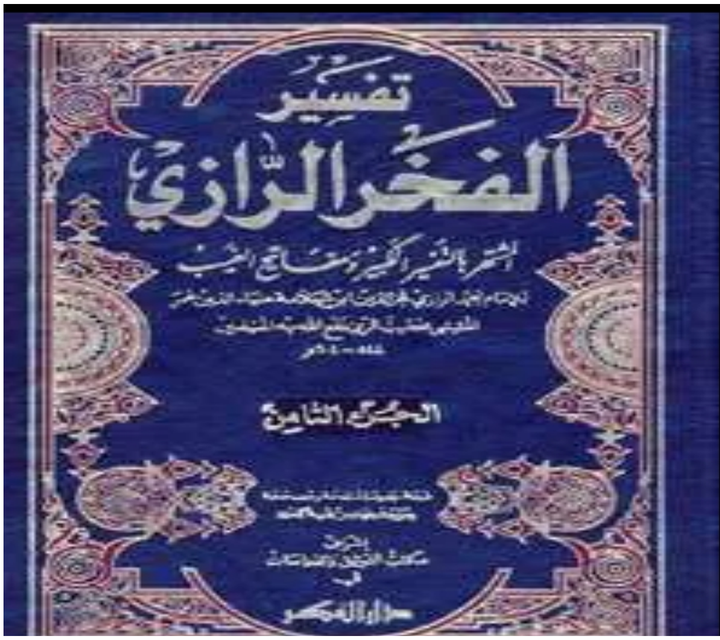

تفسير الفخر الرازي
المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب

للإمام محمد الرازي فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين عمر
المشتهر بخطيب الري نفع الله به المسلمين
٥٤٤ — ٦٠٤ هـ

حقوق الطبع محفوظة للناشر
الطبعة الأولى ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

الجزء العاشر

دار الفكر
للطباعة والنشر والتوزيع

الأعظم من الأمة إلى أنها صارت منسوخة ، وقال السواد منهم : إنها بقيت مباحة كما كانت وهذا القول مروى عن ابن عباس وعمران بن الحصين ، أما ابن عباس فعنه ثلاث روايات : إحداها : القول بالاباحة المطلقة ، قال عمارة : سألت ابن عباس عن المتعة : أسفاح هي أم نكاح ؟ قال : لا سفاح ولا نكاح ، قلت : فما هي ؟ قال : هي متعة كما قال تعالى ، قلت : هل لها عدة ؟ قال نعم عدتها حيضة ، قلت : هل يتوارثان ؟ قال لا .

﴿ والرواية الثانية عنه ﴾ أن الناس لما ذكروا الأشعار في فتيا ابن عباس في المتعة قال ابن عباس : قاتلهم الله إني ما أفتيت بأباحتها على الإطلاق ، لكني قلت : إنها تحل للمضطر كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزير له .

﴿ والرواية الثالثة ﴾ أنه أقر بأنها صارت منسوخة . روى عطاء الخرساني عن ابن عباس في قوله (فما استمتعتم به منهن) قال صارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالى (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) وروى أيضاً أنه قال غند موته : اللهم إني أتوب إليك من قولي في المتعة والصرف وأما عمران بن الحصين فإنه قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم ينزل بعدها آية تنسخها وأمرنا بها رسول الله ﷺ وتمتعنا بها ، ومات ولم ينهنا عنه ، ثم قال رجل برأيه ما شاء . وأما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فالشيعة يروون عنه إباحة المتعة ، وروى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : لولا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلا شقي ، وروى محمد بن علي المشهور بمحمد بن الحنفية أن علياً رضي الله عنه مر بابن عباس وهو يفتي بجواز المتعة ، فقال أمير المؤمنين : أنه ﷺ نهى عنها وعن لحوم الحمر الأهلية ، فهذا ما يتعلق بالروايات . واحتج الجمهور على حرمة المتعة بوجوه : الأول : أن الوطء لا يحل إلا في الزوجة أو المملوكة لقوله تعالى (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) وهذه المرأة لا شك أنها ليست مملوكة ، وليست أيضاً زوجة ، ويدل عليه وجوه : أحدها : لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما لقوله تعالى (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) وبالاتفاق لا توارث بينهما ، وثانيها : ولثبت النسب ، لقوله عليه الصلاة والسلام « الولد للفراش » وبالاتفاق لا يثبت ، وثالثها : ولوجبت العدة عليها ، لقوله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً) واعلم أن هذه الحجة كلام حسن مقرر .

﴿ الحجة الثانية ﴾ ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في خطبته : متعتان كانتا على عهد رسول الله ﷺ أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، ذكر هذا الكلام في مجمع الصحابة وما أنكر عليه أحد ، فالحال ههنا لا يخلو إما أن يقال : إنهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا ،

T.Al Kabir

الدر المنثور
في
التفسير بالمأثور

لجلال الدين السيوطي

(٨٤٩هـ - ٩١١هـ)

تحقيق

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

بالتعاون مع

مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية

الدكتور عبد السند حسن يمامة

الجزء الرابع

T.Al D.Manthur

سعيدِ بنِ المسيبِ قال : نسَخَتْ آيةُ الميراثِ المتعةَ[١] .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقيُّ ، عن ابنِ مسعودٍ قال : المتعةُ منسوخةٌ ، نسَخَها الطلاقُ والصدقةُ والعِدَّةُ والميراثُ[٢] .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن عليٍّ قال : نسَخَ رمضانُ كلَّ صومٍ ، ونسَخَت الزكاةُ كلَّ صدقةٍ ، ونسَخ المتعةَ الطلاقُ والعِدَّةُ والميراثُ ، ونسَخَت الضحيةُ كلَّ ذبيحةٍ[٣] .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وأبو داودَ فى « ناسخِه » ، وابنُ جريرٍ ، عن الحكمِ ، أنه سُئِل عن هذه الآيةِ أمنسوخةٌ ؟ قال : لا . وقال عليٌّ : لولا أن عمر نَهَى عن المتعةِ ما زنى إلا شقيٌّ[٤] .

وأخرَج البخاريُّ[٥] عن أبى جَمْرَةَ قال : سُئِل ابنُ عباسٍ عن متعةِ النساءِ ، فرخَّص فيها ، فقال له مولًى له : إنما كان ذلك وفى النساءِ قِلةٌ ، والحالُ شديدٌ . فقال ابنُ عباسٍ : نعَم[٦] .

وأخرَج البيهقيُّ عن عليٍّ قال : نهَى رسولُ اللهِ ﷺ عن المتعةِ ، وإنما كانت لمن لم يجدْ ، فلما نزَل النكاحُ والطلاقُ والعِدَّةُ والميراثُ بينَ الزوجِ والمرأةِ

---

(١) ابن المنذر (١٥٩٧) ، والنحاس ص ٣٢٦، والبيهقى ٧/ ٢٠٧.
(٢) عبد الرزاق (١٤٠٤٤) ، وابن المنذر (١٥٩٥) ، والبيهقى ٧/ ٢٠٧.
(٣) عبد الرزاق (١٤٠٤٦) ، وابن المنذر (١٥٩٦) .
(٤) عبد الرزاق (١٤٠٢٩) ، وابن جرير ٦/ ٥٨٨.
(٥) بعده فى الأصل، ب ١: « وابن جرير » .
(٦) البخارى (٥١١٦) .

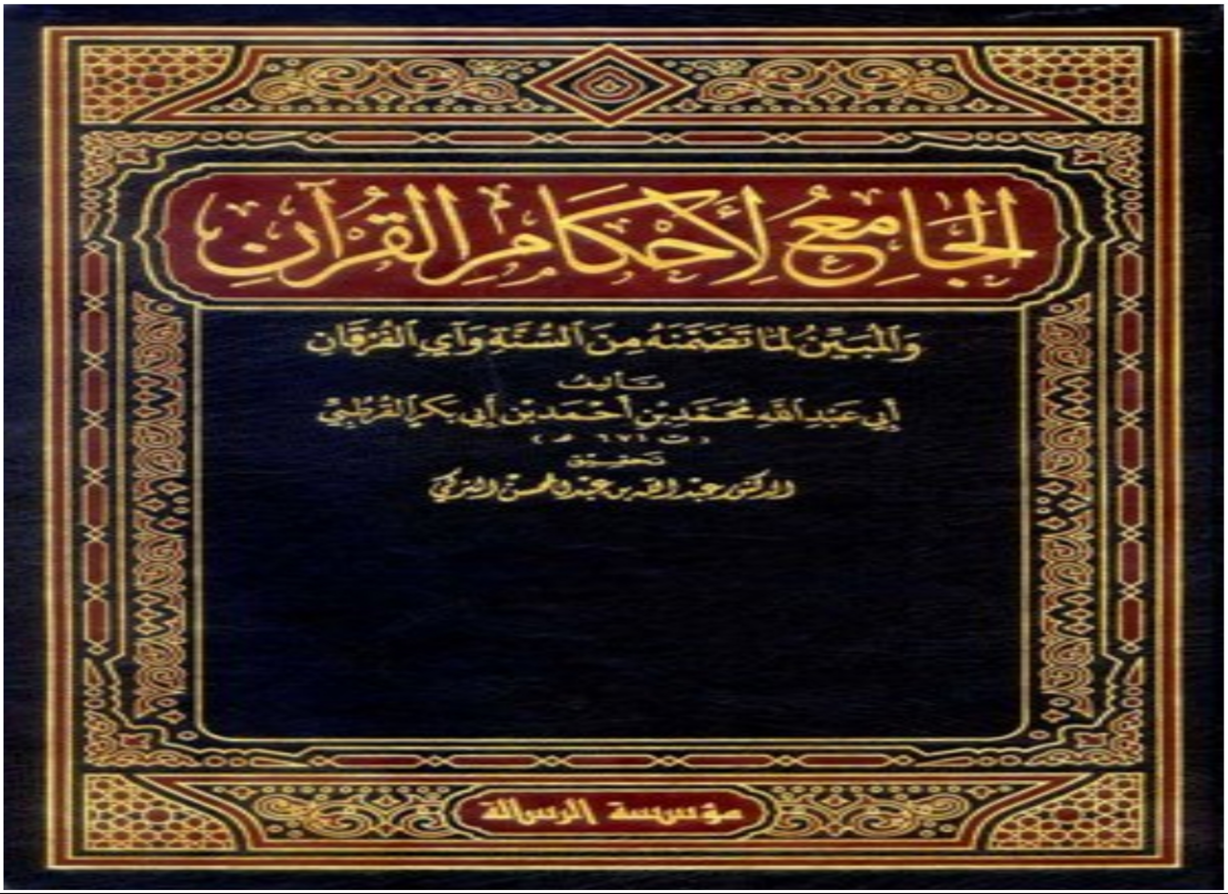

الجامع لأحكام القرآن

والمبيّن لما تضمّنه من السنّة وآي الفرقان

تأليف

أبي عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر القرطبيّ

(ت ٦٧١ هـ)

تحقيق

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

شارك في تحقيق هذا الجزء

محمّد رضوان عرقسوسي   ماهر حبوش

الجزء السادس

مؤسسة الرسالة

وعن ابن مسعود قال: المُتعة منسوخةٌ؛ نسخَها الطلاقُ والعِدَّةُ والميراث[١].

وروى عطاءٌ عن ابن عباس قال: ما كانت المُتْعة إلّا رحمةً من الله تَعالى رَحم بها عبادَه، ولولا نَهْيُ عمرَ عنها ما زَنَى إلّا شقيٌّ[٢].

العاشرة: واختلف العلماء كم مرةً أُبيحت ونُسخت؛ ففي صحيح مُسْلِم[٣] عن عبد الله قال: كنا نَغْزُو مع رسول الله ﷺ ليس لنا نساءٌ، فقلنا: ألا نَسْتَخْصِي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رَخَّص لنا أنْ ننكح المرأةَ بالثَّوب إلى أجَل.

قال أبو حاتم البُستِيُّ في صحيحه[٤]: قولهم للنبيِّ ﷺ: ألا نستخصي، دليلٌ على أنَّ المُتْعة كانت محظورةً قبل أن أبيحَ لهم الاستمتاعُ، ولو لم تكن محظورةً لم يكن لسؤالهم عن هذا معنىً. ثم رَخَّص لهم في الغزو أنْ ينكحوا المرأةَ بالثَّوب إلى أجَلٍ، ثم نَهى عنها عامَ خَيْبَر، ثم أذن فيها عامَ الفتح، ثم حرَّمَها بعد ثلاثٍ، فهي محرَّمةٌ إلى يوم القيامة.

وقال ابن العربي[٥]: وأمّا مُتعَةُ النساء؛ فهي من غرائب الشريعة؛ لأنَّها أُبيحت في صدر الإسلام، ثم حُرِّمت يوم خيبر، ثم أُبيحَت في غزوة أوْطاس، ثم حُرِّمت بعد ذلك، واستقرَّ الأمرُ على التَّحريم، وليس لها أختٌ في الشريعة إلّا مسألةُ القِبْلةِ؛ لأنَّ النَّسخ طرأ عليها مرَّتين، ثم استقرَّت بعد ذلك.

وقال غيرُه ممن جمع طرقَ الأحاديث فيها[٦]: إنَّها تقتضي التحليلَ والتَّحريم سبعَ مرَّاتٍ؛ فروى ابنُ أبي عمرةَ أنَّها كانت في صدر الإسلام[٧]. وروى سلمةُ بن الأكْوَع

(١) أخرجه عبد الرزاق (١٤٠٤٤)، وأبو عبيد (١٣٤).

(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٤٠٢١)، وأبو عبيد (١٣٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٦ .

(٣) برقم (١٤٠٤)، وهو عند أحمد (٣٦٥٠)، والبخاري (٤٦١٥).

(٤) إثر الحديث (٤١٤١).

(٥) في القبس ٢/ ٧١٣ - ٧١٤ .

(٦) هو أبو العباس، وكلامه في المفهم ٤/ ٩٢ . وما سيرد بين حاصرتين منه.

(٧) أخرجه مسلم (١٤٠٦): (٢٧).

التمهيد

لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

تأليف:

لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد
بن عبد البر النمري القرطبي

(368 - 463 هـ)

الجـزء العاشـر

★

تحقيق:

سعيد أحمد أعراب

1401 هـ - 1981 م

ولا نكاح. قلت : فما هي؟ قال : هي المتعة ـ كما قال الله. قلت: هل لها من عدة؟ قال : نعم، عدتها حيضة. قلت : يتوارثان؟ قال: لا. وأجمعوا ان المتعة نكاح لا اشهاد فيه ولا ولي، وانه نكاح الى أجل، تقع فيه الفرقة بلا طلاق، ولا ميراث بينهما. وهذا ليس حكم الزوجات في كتاب الله، ولا سنة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم.

حدثنا احمد بن قاسم بن عبد الرحمان، قال : حدثنا قاسم ابن أصبغ، قال : أخبرنا الحرث بن أبي أسامة، قال حدثنا بشر ابن عمر، قال : حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، أن عائشة كانت إذا سئلت عن المتعة، قالت: بيني وبينكم كتاب الله، قال الله ـ عز وجل : « والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك، فأولئك هم العادون (1) ». ـ قالت : فمن ابتغى غير ما زوجه الله أو ما ملكه، فقد عدا (2) .

وذكر عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن القاسم بن محمد قال . إني لأرى تحريمها في القرآن. قال: قلت: فأين؟ قال: فقرأ علي هذه الآية : « والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما

---

2) لها : ض ـ ش .
4) طلاق : ض، ولا طلاق : ش .
6) حدثنا : ض ، حدثني : ش .
12) قالت : ش، قال : ض، وهو تحريف .

---

1) الآية : 5 ـ سورة المومنون .
2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 206 ـ 207 .

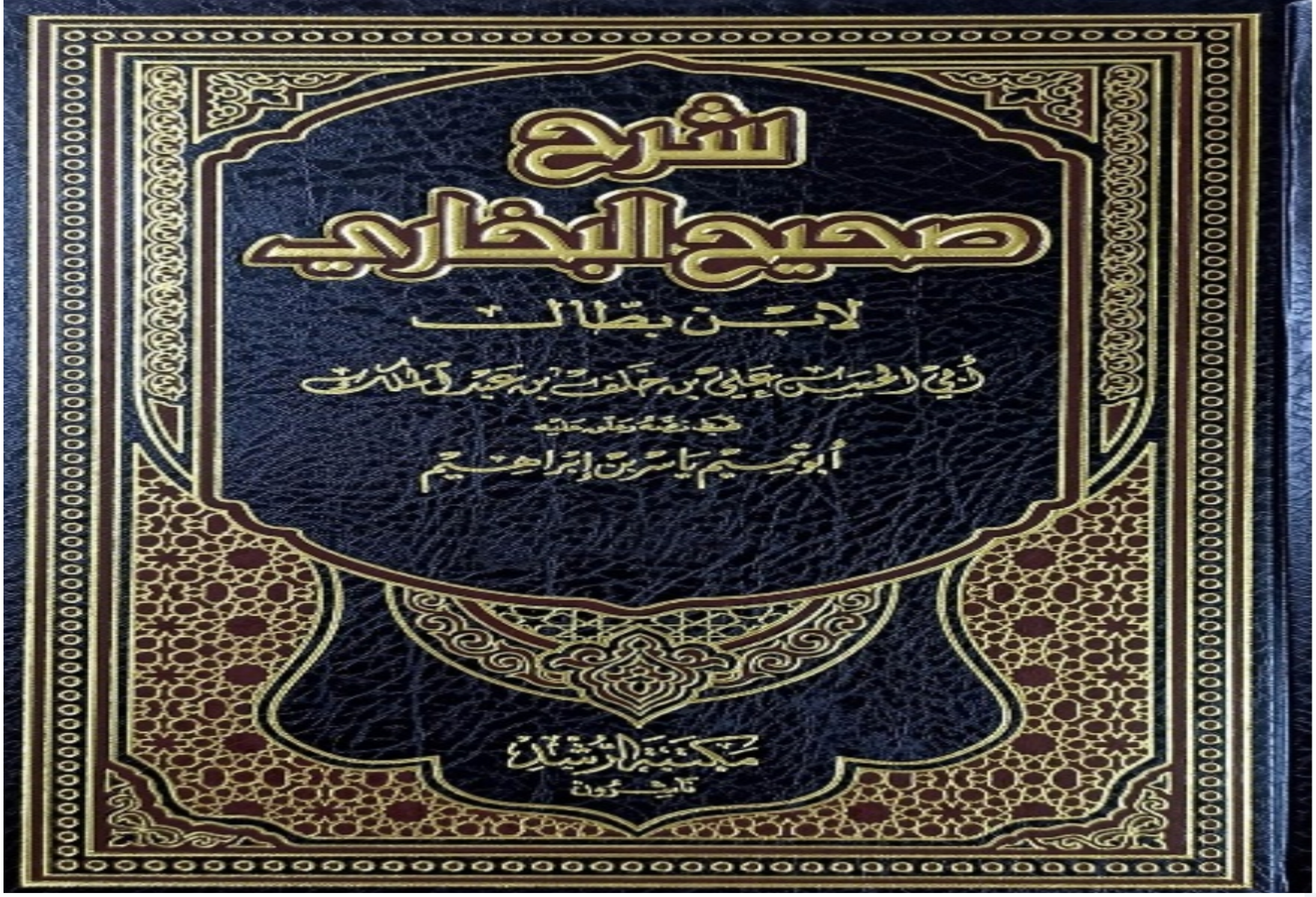

شرح صحيح البخاري

لابن بطال

أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك

ضبط نصه وعلق عليه

أبو تميم ياسر بن إبراهيم

الجزء السابع

مكتبة الرشد

الرياض

عام الفتح ، وقد رواه إسماعيل بن عياش ، عن عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز ، فذكر أن ذلك كان في فتح مكة وأنهم شكوا [إليه][1] العزبة في حجة الوداع ، فرخص لهم فيها ، ومحالٌ أن يشكوا إليه العزبة في حجة الوداع ؛ لأنهم كانوا حجوا بالنساء ، وكان تزويج النساء بمكة يمكنهم ولم يكونوا حينئذ كما كانوا في الغزوات المتقدمة .

فلما اختلفت المواطن المذكورة فيها الإباحة في حديث سبرة ارتفع [الموطن] [2] والوقت ، وصار حديثه لا على موطن ولا على وقت، ولكن على النهي المطلق ، قال غيره : روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس تحليل المتعة ، وروي أنه رجع عنها بأسانيد ضعيفة ، وإجازة المتعة عنه أصح ، وهو مذهب الشيعة .

واتفق فقهاء الأمصار من أهل الرأي والأثر على تحريم نكاح المتعة، وشذ زفر عن الفقهاء ، فقال : إن تزوجها عشرة أيام أو نحوها أو شهرًا فالنكاح ثابت والشرط باطل . ولا خلاف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه ، وأن الفرقة تقع فيه عند انقضاء الأجل من غير طلاق ، وليس هذا حكم الزوجية عند أحدٍ من الأمّة ، وقد نزعت عائشة والقاسم بن محمد في أن تحريمها ونسخها في القرآن وذلك أن قوله تعالى : ﴿ **والذين هم لفروجهم حافظون** ﴾ [3] الآية وليست المتعة نكاحًا ولا ملك يمين .

وقد روي عن علي وابن مسعود في قوله تعالى : ﴿ **فما استمتعتم به منهن** ﴾ [4] قالا : ينسخ الطلاقَ والعدةَ والميراثَ المتعةُ . وقال نافع : سئل ابن عمر عن المتعة فقال: حرام. فقيل له : إن ابن عباس

---

(١) من « هـ » .
(٢) في « الأصل » : المواطن . والمثبت من « هـ » .
(٣) المؤمنون : ٥ .
(٤) النساء : ٢٤ .

▪কিতাব আল মাবসুদ,খন্ড:৫,পৃঃ১৫২।

লেখকঃ ইমাম আল সারাখসি

فما استمتعتم به منهن الزوجات فانه بناء على قوله ان تبتغوا بأموالكم محصنين والمحصن الناكحقال (وان قال تزوجتك شهراً فقالت زوجت نفسى منك فهذا متعة وليس بنكاح عندنا وقال زفر رحمه الله تعالى هو نكاح صحيح لان التوقيت شرط فاسد فان النكاح لا يحتمل التوقيت والشرط الفاسد لا يبطل النكاح بل يصح النكاح ويبطل الشرط كاشتراط الحمر

"সুতরাং, তোমরা তাদের মধ্যে যাদের সঙ্গে বিবাহের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছ, তাদের নির্ধারিত মোহর প্রদান করো। এটি তাঁর বক্তব্যের ভিত্তিতে—'তোমরা তোমাদের সম্পদের মাধ্যমে বিবাহিতা নারীদের সন্ধান করবে।' আর 'মুহসান' বলতে বিবাহকারীকে বোঝানো হয়েছে।

যদি কোনো ব্যক্তি বলে, 'আমি তোমাকে এক মাসের জন্য বিবাহ করলাম', আর নারী বলে, 'আমি নিজেকে তোমার সঙ্গে বিবাহ দিলাম', তাহলে আমাদের মতে এটি মুত'আ, নিকাহ নয়।

আর যুফার (রহ.) বলেছেন: এটি একটি সহীহ নিকাহ, কারণ নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণের শর্তটি ফাসিদ। নিকাহ সময়সীমা নির্ধারণকে গ্রহণ করে না। আর ফাসিদ শর্ত নিকাহকে বাতিল করে না; বরং নিকাহ সহীহ থাকে এবং শর্তটি বাতিল হয়—যেমন কোনো নিষিদ্ধ শর্ত আরোপ করা।"

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive https://share.google/4tURW0LZchivTNF7G

Facebook post:

https://www.facebook.com/share/p/14kJRZfgvRF/

❑ যে হাদিসের ভিত্তিতে দাবি করা হয় যে মুতাহ বিবাহ হারাম আসুন সেই হাদীসটা নিয়ে কথা বলি

الجزء الخامس من

كتاب المبسوط لشمس الدين السرخسي

وكتب ظاهر الرواية أتت * ستا وبالأصول أيضا سميت
صنفها محمد الشيباني * حرر فيها المذهب النعماني
الجامع الصغير والكبير * والسير الكبير والصغير
ثم الزيادات مع المبسوط * تواترت بالسند المضبوط
ويجمع الست كتاب الكافي * للحاكم الشهيد فهو الكافي
أقوى شروحه الذي كالشمس * مبسوط شمس الأمة السرخسي

﴿ تنبيه ﴾ قد باشر جمع من حضرات أفاضل العلماء تصحيح هذا الكتاب بمساعدة جماعة من ذوي الدقة من أهل العلم والله المستعان وعليه التكلان

دار المعرفة
بيروت - لبنان

فما استمتعتم به منهن الزوجات فانه بناء على قوله ان تبتغوا بأموالكم محصنين والمحصن الناكح

﴿قال﴾ وان قال تزوجتك شهراً فقالت زوجت نفسي منك فهذا متعة وليس بنكاح عندنا وقال زفر رحمه الله تعالى هو نكاح صحيح لان التوقيت شرط فاسد فان النكاح لا يحتمل التوقيت والشرط الفاسد لا يبطل النكاح بل يصح النكاح ويبطل الشرط كاشتراط الخمر وغيرها يوضحه انه لو شرط ان يطلقها بعد شهر صح النكاح وبطل الشرط فكذا اذا تزوجها شهراً وحجتنا في ذلك ماروى عن عمر رضى الله تعالى عنه انه قال لا أوتى برجل تزوج امرأة الى أجل الارجمته ولو أدركته ميتاً لرجمت قبره والمعنى فيه أن النكاح لايحتمل التوقيت انما التوقيت في المتعة فاذا وقتا فقد وجد منهما التنصيص على المتعة فلا ينعقد به النكاح وان ذكر لفظ النكاح وهذا لانه لا يخلو اما أن ينعقد العقد مؤبداً أو في مدة الاول باطل فانهما لم يعقدا العقد فيما وراء المدة المذكورة ولا يجوز الحكم بانعقاد العقد فيما وراء المدة المذكورة ولا يجوز الحكم بانعقاد الحكم في زمان لم يعقدافيه العقد ألا ترى أنهما لو أضافا النكاح الى مابعد شهر لم ينعقد في الحال لانهما لم يعقداه في الحال فكذلك هنا ولا يجوز أن ينعقد في المدة لان النكاح لايحتمل ذلك وهذا يبين أن التوقيت ليس بمنزلة الشرط ولكن ينعدم بالتوقيت أصل العقد في الزمان الذى لم يعقداه فيه وهذا بخلاف ما اذا شرط أن يطلقها بعد شهر لان الطلاق قاطع للنكاح فاشتراط القاطع بعد شهر لينقطع به دليل على أنهما عقدا العقدامؤبداً ألا ترى أنه لو صح الشرط هناك لا يبطل النكاح بعد مضى شهر وهنا لو صح التوقيت لم يكن بينهما عقد بعد مضى اوقت كما في الاجارة . وقال الحسن بن زياد رحمه الله تعالى ان ذكرا من الوقت ما يعلم أنهما لايعيشان أكثر من ذلك كمائة سنة أو أكثر يكون النكاح صحيحاً لان في هذا تأكيد معنى التأبيد فان النكاح ينعقد للعمر بخلاف ما اذا ذكرامدة قد يعيشان أكثر من تلك المدة وعندنا الكل سواء لان التأبيد من شرط النكاح فالتوقيت يبطله طالت المدة أو قصرت والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

باب الدعوى في النكاح

﴿قال﴾ رضى الله عنه واذا ادعي الرجل نكاح امرأة وأقام عليها البينة وأقامت أختها

▪সহিহ মুসলিম,হাদিস নং ৩৩২২।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ، ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.

ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (রহ.) বলেন, আমি ইমাম মালিক ইবন আনাসের নিকট (এই হাদীস) পাঠ করেছি। তিনি বর্ণনা করেন ইবন শিহাব আয-যুহরী থেকে। তিনি বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ ও হাসান, যারা মুহাম্মদ ইবন আলী-এর দুই পুত্র, তাঁদের থেকে। তাঁরা তাঁদের পিতা মুহাম্মদ ইবন আলী থেকে, তিনি আলী ইবন আবি তালিব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে,

রাসূলুল্লাহ ﷺখাইবার যুদ্ধের দিন নারীদের সঙ্গে মুতআ (অস্থায়ী) বিবাহ করতে নিষেধ করেছিলেন এবং একই সঙ্গে গৃহপালিত গাধার গোশত খেতেও নিষেধ করেছিলেন।

▪বিশ্লেষণঃ এই হাদীস দিয়ে দলিল পেশ করা হয় যে আলী (রঃ) বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺখাইবার যুদ্ধের দিন নারীদের সঙ্গে মুতআ (অস্থায়ী) বিবাহ করতে নিষেধ করেছিলেন , আসলে এই হাদীস বানানো ছাড়া কিছুই নয় কেননা একবার দাবি করা হয় মক্কা বিজয়ের দিন আবার দাবি করা হয় খায়বারে যুদ্ধের দিন, বিষয়টি হাস্যকর, যাই হোক

এই হাদীসে রাবী ইবন শিহাব আয-যুহরী আছে

এটাই প্রমাণ করে যে হাদীসটি বানোয়াট।

আসুন বানোয়াট তা জানতে আমরা তাহলে

ইবন শিহাব আয-যুহরী এর ব্যাপারে জানি

▪মু'জামুল মুদাল্লিসীন,পৃঃ৪১৭,রাবী:১৪৫।

লেখকঃমুহাম্মাদ ইবনু ত্বলআত [সালাফী]

جبير ، عن معاوية ، عن النبي ﷺ نحوه (١)

قال الذهبي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الحافظ الحجة ، كان يدلس في النادر (٢)

قال العلائي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري مشهور بالتدليس ، وقد قبل الأئمة قوله عن (٣)

ذكر ابن العراقي قول العلائي ، ثم قال : قلت : حكى الطبري في " تهذيب الآثار " عن قوم أنه من المدلسين ، وذلك يقتضي خلافاً لذلك (٤)

وذكره العلائي في المرتبة الثانية من المدلسين (٥)

وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين وقال : الفقيه المدني ، نزيل الشام ، مشهور بالإمامة والجلالة ، من التابعين ، وصفه الشافعي والدارقطني وغير واحد بالتدليس (٦)

জুবাইর, মু'আবিয়া থেকে, তিনি নবী ﷺথেকে অনুরূপ (হাদীস) বর্ণনা করেছেন।

ইমাম যাহাবী বলেন:

মুহাম্মাদ ইবন মুসলিম ইবন শিহাব আয-যুহরী একজন হাফিয ও নির্ভরযোগ্য (হুজ্জাহ) মুহাদ্দিস ছিলেন। তবে তিনি বিরলভাবে (খুব কম ক্ষেত্রে) তাদলিস করতেন।

ইমাম আল-আলাই বলেন:

মুহাম্মাদ ইবন মুসলিম ইবন শিহাব আয-যুহরী তাদলিসের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তবুও ইমামগণ তাঁর ")"عنআন) শব্দে বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করেছেন।

ইবনুল ইরাকী, আল-আলাই-এর উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন:

আমি বলি, আত-তাবারী তাঁর তাহযীবুল আছার গ্রন্থে একদল আলিমের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন যে, আয-যুহরী তাদলিসকারীদের অন্তর্ভুক্ত। এটি এ বিষয়ে মতভেদের অস্তিত্ব নির্দেশ করে।

আরও বলা হয়েছে:

আল-আলাই তাঁকে তাদলিসকারীদের দ্বিতীয় স্তরে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

এবং

ইবন হাজার আল-আসকালানী তাঁকে তাদলিসকারীদের তৃতীয় স্তরে অন্তর্ভুক্ত করে বলেন: তিনি ছিলেন মাদীনার ফকীহ, পরে শামের অধিবাসী, তাবেয়ীদের অন্যতম, ইমামত ও মর্যাদায় সুপ্রসিদ্ধ। ইমাম শাফিঈ, দারাকুতনী এবং আরও অনেক আলিম তাঁকে তাদলিসকারী বলে বর্ণনা করেছেন।

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive https://share.google/7e6wuay2v3KYDw4no

▪মিনহাতুল আল্লাম ফী শারহি বুলুগুল মারাম,খন্ডঃ৮,পৃঃ৫৮।

লেখকঃআবদুল্লাহ ইবন সালিহ আল-ফাওযান [সালাফী]

قوله: (قال الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري الفقيه المدني نزيل الشام، مشهور بالإمامة والجلالة، كان ثقة حافظاً، وصفه الشافعي والدارقطني وغير واحد بالتدليس، وهو أحد كبار صغار التابعين لأنه رأى ولقي عدداً قليلاً من الصحابة لا يزيدون عن عشرة، وأهمهم أنس بن مالك ، فقد روى عنه الزهري ما يقرب من خمسين حديثاً، ولد سنة خمسين على أحد أقوال ثلاثة، ومات سنة مائة وثلاث أو أربع وعشرين، استشهد به مسلم في أحاديث قليلة، ومنها حديث الباب).

যুহরী” বলতে উদ্দেশ্য হলেন মুহাম্মাদ ইবন মুসলিম ইবন উবাইদুল্লাহ ইবন শিহাব আয-যুহরী। তিনি মদিনার একজন বিশিষ্ট ফকীহ ছিলেন এবং পরবর্তীতে শামে (সিরিয়া অঞ্চলে) বসবাস করেন। তিনি ইলম, ইমামত ও মর্যাদার দিক থেকে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি একজন নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) ও অসাধারণ হাদীস-সংরক্ষক (হাফিজ) হিসেবে স্বীকৃত।

তবে ইমাম শাফিঈ, ইমাম দারাকুতনী এবং আরও কয়েকজন মুহাদ্দিস তাঁকে তাদলীস করতেন বলে উল্লেখ করেছেন।

তিনি তাবিঈদের মধ্যে “প্রবীণ ক্ষুদ্র তাবিঈ” (কিবারু সিগারিত-তাবিঈন)-এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ তিনি অল্পসংখ্যক সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন; তাঁদের সংখ্যা দশজনেরও বেশি ছিল না। তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলেন আনাস ইবন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। আয-যুহরী তাঁর থেকে প্রায় পঞ্চাশটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তাঁর জন্মসাল সম্পর্কে তিনটি মত রয়েছে। এর একটি মতে তিনি ৫০ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। আর তাঁর মৃত্যুবর্ষ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে; তিনি ১২৩ বা ১২৪ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

ইমাম মুসলিম তাঁর থেকে অল্পসংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। আলোচ্য অধ্যায়ের হাদীসটিও সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive https://share.google/tVygbyGLQJmdDTyoc

▪সিয়ার আলম আল নুবালা,খন্ডঃ৫,পৃঃ৩৩৮-৩৩৯।

লেখকঃ ইমাম শামসুদ্দিন যাহাবী

▪পৃষ্ঠাঃ৩৩৮।

قال عبيد الله بن عمر : دفعت إلى ابن شهاب كتاب نظر فيه فقال : أروه عني .

উবাইদুল্লাহ ইবন উমর বলেন, "আমি ইবন শিহাব আয-যুহরীর কাছে একটি কিতাব (লিখিত হাদীসের সংকলন) পেশ করলাম। তিনি সেটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এটি আমার পক্ষ থেকে বর্ণনা করো।'"

قال يحيى بن سعيد القطان : مرسل الزهري شر من مرسل غيره، لأنه حافظ، وكل ما قدر أن يسمي سمى، وإنما يترك من لا يُحِبُّ أن يُسميه .

ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-কাত্তান(১২০১৯৮হিঃ)-বলেন:

"যুহরীর মুরসাল বর্ণনা অন্যদের মুরসালের চেয়েও অধিক দুর্বল। কারণ তিনি ছিলেন একজন হাফিয (অত্যন্ত স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন হাদীসবিদ)। তিনি যখনই কোনো রাবীর নাম উল্লেখ করা সম্ভব মনে করতেন, তখনই তার নাম উল্লেখ করতেন। আর তিনি কেবল সেই ব্যক্তির নামই বাদ দিতেন, যার নাম তিনি উল্লেখ করতে চাইতেন না।"

▪পৃষ্ঠাঃ৩৩৯।

قلت : مراسيل الزهري كالمعضل ، لأنه يكون قد سقط منه اثنان ، ولا يسوغ أن نظن به أنه أسقط الصحابي فقط، ولو كان عنده عن صحابي لأوضحه ولما عجز عن وصله، ولو أنه يقول : عن بعض أصحاب النبي ، ومن عد مرسل الزهري كمرسل سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ونحوهما ، فإنه لم يدر ما يقول، نعم مرسله كمرسل قتادة ونحوه.

أبو حاتم : حدثنا أحمد بن أبي شريح ، سمعت الشافعي، يقول: إرسال الزهري، ليس بشيء لأنا نجده يروي عن سليمان بن أرقم.

زيد بن يحيى الدمشقي : حدثنا علي بن حوشب، عن مكحول، وذكر الزهري، فقال: أي رجل هو لولا أنه أفسد نفسه بصحبة الملوك، قلت: بعض من لا يعتد به لم يأخذ عن الزهري لكونه كان مداخلا للخلفاء، ولئن فعل ذلك فهو الثبت الحجة. وأين مثل الزهري رحمه الله .

আমি বলি(যাহাবি): যুহরীর মুরসাল বর্ণনাগুলো মু‘দাল বর্ণনার মতো। কারণ, সাধারণত এতে দুইজন রাবী বাদ পড়ে থাকে। তাঁর ব্যাপারে এমন ধারণা করা ঠিক নয় যে, তিনি কেবল একজন সাহাবীকেই বাদ দিয়েছেন। যদি তাঁর কাছে কোনো সাহাবীর সূত্রে হাদীসটি থাকত, তাহলে তিনি তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতেন এবং সনদটি পূর্ণরূপে বর্ণনা করতে অক্ষম হতেন না। অন্তত তিনি যদি বলতেন, “নবী -ﷺএর কোনো একজন সাহাবী থেকে”, তাহলেও তা উল্লেখ করতেন। আর যে ব্যক্তি যুহরীর মুরসালকে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, উরওয়া ইবনুয যুবাইর এবং তাঁদের অনুরূপদের মুরসালের সমপর্যায়ের মনে করে, সে

আসলে কী বলছে তা বোঝে না। তবে যুহরীর মুরসাল কাতাদাহ এবং তাঁর অনুরূপদের মুরসালের মতো।

আবূ হাতিম (১৯৫-২৭৭হিঃ)বলেন: আমাদের কাছে আহমদ ইবন আবী শুরাইহ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি ইমাম শাফিঈ-কে বলতে শুনেছি:

"যুহরীর মুরসাল গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আমরা দেখি, তিনি সুলাইমান ইবন আরকামের সূত্রেও বর্ণনা করেন।"

যায়দ ইবন ইয়াহইয়া আদ-দিমাশকী বলেন: আমাদের কাছে আলী ইবন হাউশাব, মাকহূল থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি যুহরীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন:

"তিনি কতই না উত্তম ব্যক্তি ছিলেন! যদি তিনি রাজা-বাদশাহদের সঙ্গ গ্রহণ করে নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত না করতেন।"

আমি বলি (যাহাবী) যাদের মতামত বিশেষ গুরুত্ব পায় না, তাদের কেউ কেউ শুধু এই কারণে যুহরীর কাছ থেকে জ্ঞান গ্রহণ করেননি যে, তিনি খলীফাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতেন। কিন্তু তিনি যদি তা করে থাকেনও, তবুও তিনি একজন দৃঢ় নির্ভরযোগ্য (থাবত) ও প্রামাণ্য (হুজ্জাহ) রাবী। আর যুহরী (রহিমাহুল্লাহ)-এর সমকক্ষই বা কে আছেন?

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive

https://share.google/m8u3Cd8R3lpl9bwJ0

ফেসবুক পোস্টঃ

https://www.facebook.com/share/p/1BoeUH4ZTe/

সমাপ্ত

مُعجم المُدلِّسين

إعداد
مُحمّد بن طلعت

أضواء السلف

التابعين ، مشهور بالتدليس ، ووهم الحاكم فى كتاب " علوم الحديث " ، فقال فى سند هو فى : رجاله غير معروفين بالتدليس ، وقد وصفه النسائي وغيره بالتدليس[١] .

وقال ابن حجر فى " تقريب التهذيب " : محمد بن مسلم بن تدرس ، أبو الزبير المكي ، صدوق إلا أنه يدلس .

١٤٥ـ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري

قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن حديث رواه النعمان بن راشد ، عن الزهري عن عروة ، عن عائشة ، أن رسول الله ﷺ لم يضرب امرأة قط ولا خادماً إلا أن يجاهد فى سبيل الله .

قال أبي : والصحيح ما رواه عقيل ، عن الزهري ، أن النبي ﷺ مرسل .

قال أبي : وقد رواه الثوري وعمرو بن أبي قيس عن منصور ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي ﷺ .

قلت لأبي : حدث الزهري بهذا الحديث أن هشام بن عروة روى عن أبيه ، عن عائشة ، فقال : الزهري لم يسمع من عروة هذا الحديث ، فلعله دلسه[٢] .

قال الخطيب البغدادي : أخبرنا البرقاني ، قال : قال محمد بن العباس العصمي ، حدثنا أبو الفضل يعقوب بن إسحاق بن محمود الفقيه الحافظ ، أخبرنا أبو علي صالح بن محمد الأسدي قال : حديث شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، قال : كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث عن معاوية ، عن النبي ﷺ فى الأمراء ، والزهري إذا قال : كان فلان يحدث فليس هو سماع ، وقد روى هذا الحديث نعيم بن حماد ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، عن الزهري ، عن محمد

(١) " جامع التحصيل " (صـ ١١٣) ، و" تعريف أهل التقديس " (صـ ١٥١ – ١٥٢) . وتقدم وصف النسائي له بالتدليس فى ترجمة إسماعيل بن أبي خالد .

(٢) " علل الحديث " (١/ ٣٢٤) .

ابن جبير ، عن معاوية ، عن النبي ﷺ نحوه[١] .

قال الذهبي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الحافظ الحجة ، كان يدلس فى النادر[٢] .

قال العلائي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري مشهور بالتدليس ، وقد قبل الأئمة قوله عن[٣] .

ذكر ابن العراقي قول العلائي ، ثم قال : قلت : حكى الطبري فى " تهذيب الآثار " عن قوم أنه من المدلسين ، وذلك يقتضي خلافاً لذلك[٤] .

وذكره العلائي فى المرتبة الثانية من المدلسين[٥] .

وذكره ابن حجر فى المرتبة الثالثة من المدلسين وقال : الفقيه المدني ، نزيل الشام ، مشهور بالإمامة والجلالة ، من التابعين ، وصفه الشافعي والدارقطني وغير واحد بالتدليس[٦] .

وقال ابن حجر فى " تقريب التهذيب " : محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري ، الفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته ، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة .

وسُئل شيخنا محمد عمرو بن عبد اللطيف حفظه الله ونفع المسلمين بعلمه : " ما رأيكم فى عنعنة الزهري ، وقد ذكره الحافظ ابن حجر فى الطبقة الثالثة من المدلسين ؟

(١) " تاريخ بغداد " (١٣/ ٣١١ – ٣١٢) .

(٢) " ميزان الاعتدال " (٤/ ٤٠) .

(٣) " جامع التحصيل " (صـ ١٠٩) .

(٤) كتاب " المدلسين " (صـ ٨٩ – ٩٠) .

(٥) " جامع التحصيل " (صـ ١١٣) .

(٦) " جامع التحصيل " (صـ ١١٣) ، و " تعريف أهل التقديس " (صـ ١٥٢) .

مِنْحَةُ العَلَّامِ

فِي

شَرْحِ بُلُوغِ المَرَامِ

تأليف

عبد الله بن صالح الفوزان

الجزء الثامن

دار ابن الجوزي

(إن كانت محفوظة ترجحت؛ لأنها لا تنافي مات أو توفي، وإن لم يكن في نفس الأمر قتل فهي رواية شاذة)[١].

قوله: (بليال) هكذا أبهمت المدة، ولعل ذلك لتعدد الروايات[٢]، وتعذر الجمع لاتحاد القصة، ولا يترتب على ذكرها فائدة؛ لأن المقصود أن تضع قبل أربعة أشهر وعشر.

قوله: (فاستأذنته) المراد به الاستفتاء، بدليل الرواية الأخرى: (فأتيت النبي ﷺ فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي).

قوله: (قال الزهري) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، الفقيه المدني، نزيل الشام، مشهور بالإمامة والجلالة، كان ثقة حافظاً، وصفه الشافعي والدارقطني وغير واحد بالتدليس، وهو أحد كبار صغار التابعين؛ لأنه رأى ولقي عدداً قليلاً من الصحابة لا يزيدون عن عشرة، وأهمهم أنس بن مالك رضي الله عنه، فقد روى عنه الزهري ما يقرب من خمسين حديثاً. ولد سنة خمسين على أحد أقوال ثلاثة، ومات سنة مائة وثلاث أو أربع وعشرين، استشهد به مسلم في أحاديث قليلة، ومنها حديث الباب[٣].

قوله: (في دمها) أي: دم نفاسها.

قوله: (غير أنه) هذا ضمير الشأن؛ أي: إن الحال والشأن أن زوجها لا يقربها.

قوله: (لا يقربها) أي: لا يجامعها، أما العقد عليها فجائز، وكذا الدخول.

○ **الوجه الثالث:** الحديث دليل على وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها؛ لأنها لم تستأذن النبي ﷺ إلا بعد أن وضعت، فدل على أنها قبل الوضع في عدة.

---

(١) «فتح الباري» (٩/ ٤٧٢).
(٢) انظر: «الإعلام» (٨/ ٣٨٢).
(٣) «تهذيب التهذيب» (٩/ ٣٩٥).

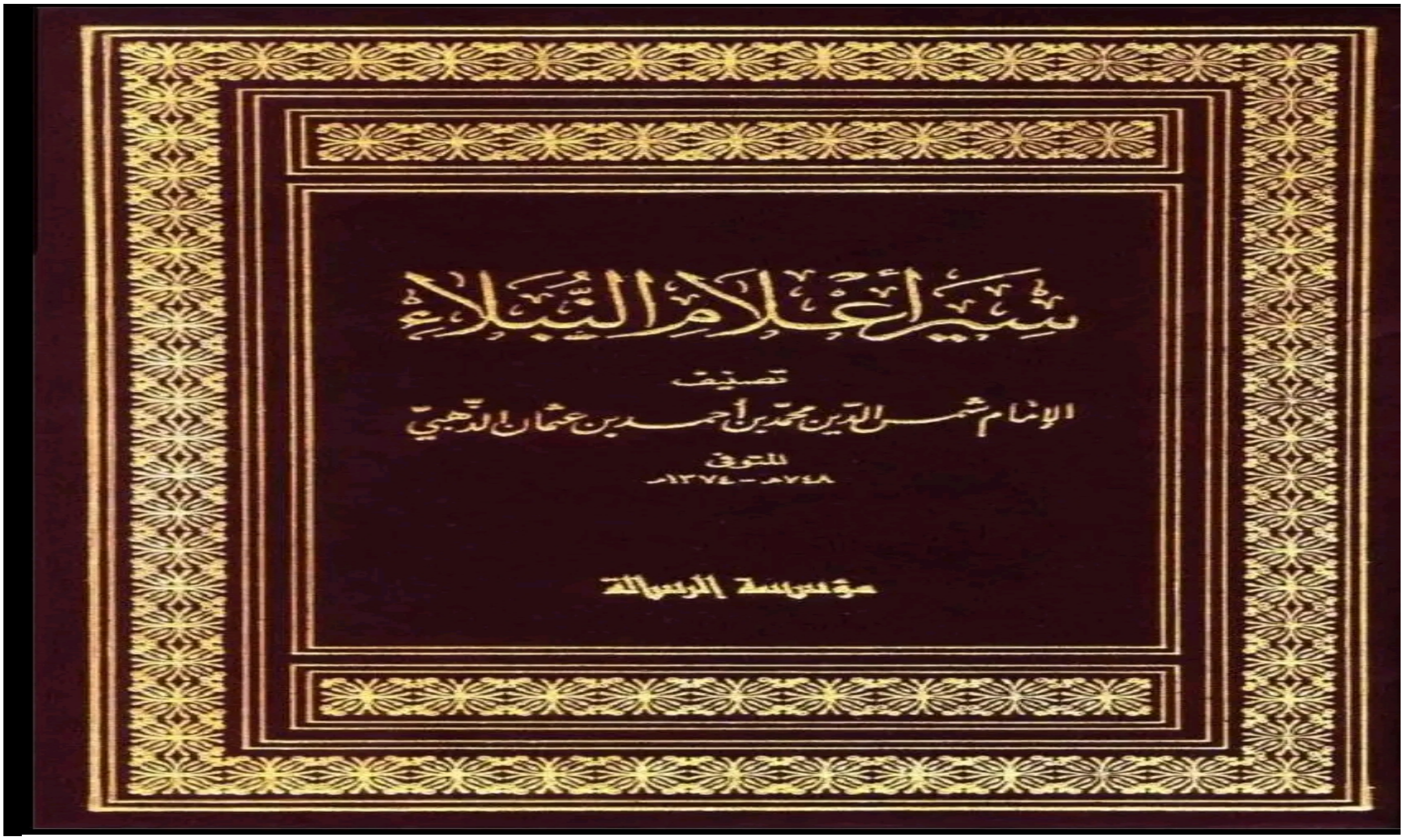

سير أعلام النبلاء

تصنيف

الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي

المتوفى

٧٤٨هـ - ١٣٧٤م

الجزء الخامس

أشرف على تحقيق الكتاب و حقق هذا الجزء

شعيب الأرنؤوط

مؤسسة الرسالة

مفضَّل بن فَضَالة، عن عُقيل، قال: رأيتُ على خاتم ابن شهاب: محمد يسأل الله العافية.

إبراهيم بن المنذر الحِزامي، حدثنا داود بن عبد الله، سمعتُ مالكاً يقول: كان ابن شهاب من أسخى الناس، فلما أصاب تلك الأموال، قال له مولى له وهو يَعظه: قد رأيتَ ما مرَّ عليك من الضيق، فانظر كيف تكون، أمْسِكْ عليك مالكَ، قال: إن الكريم لا تُحَنِّكُه التَّجارِبُ.

نُعيم بن حماد: حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن الزهري، قال: القراءةُ على العالم والسماع منه سواء إن شاء الله.

قال عُبيد الله بن عُمر: دفعت إلى ابن شهاب كتاباً أنظر فيه، فقال: ارْوِه عني.

إبراهيم بن أبي سفيان القيسراني: حدثنا الفريابي، سمعت الثوري، يقول: أتيت الزهري فتثاقل علي، فقلت له: أتحب لو أنك أتيت مشايخ، فصنعوا بك مثلَ هذا؟ فقال: كما أنتَ، ودخل، فأخرج إلي كتاباً، فقال: خذ هذا فاروه عني، فما رويتُ عنه حرفاً.

معمر، عن الزهري، قال: إعادةُ الحديث أشَدُّ من نقل الصخر.

عبد الوهَّاب بن عطاء: حدثنا الحسن بن عُمارة، قال: أتيتُ الزهري بعد أن ترك الحديث، فألفيتُه على بابه، فقلتُ: إن رأيتَ أن تحدثني، قال: أما علمتَ أني قد تركتُ الحديث؟ فقلت: إما أن تحدثني، وإما أن أحدثك، فقال: حدثني، فقلتُ: حدثني الحكم، عن يحيى بن الجزَّار، سمع علياً رضي الله عنه، يقول: ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلَّموا، حتى أخذ على أهل العلم أن يعلِّموا. قال: فحدَّثني بأربعين حديثاً.

قال يحيى بن سعيد القطان: مرسل الزهري شر من مرسل غيره، لأنه حافظ، وكل ما قدر أن يسمي سمى، وإنما يترك من لا يُحِبُّ أن يُسمِّيَه.

قلت: مراسيلُ الزهري كالْمُعْضَلِ، لأنه يكون قد سقط منه اثنان، ولا يسوغ أن نظن به أنه أسقط الصحابي فقط، ولو كان عنده عن صحابي لأوضحه ولما عجز عن وصله، ولو أنه يقول: عن بعض أصحاب النبي ﷺ، ومن عدّ مرسل الزهري كمرسل سعيد بن المسيِّب وعروة بن الزبير ونحوهما، فإنه لم يدر ما يقول، نعم مرسله كمرسل قتادة ونحوه.

أبو حاتم: حدثنا أحمد بن أبي شريح، سمعتُ الشافعي، يقول: إرسالُ الزهري، ليس بشيء لأنا نجده يروي عن سليمان بن أرقم.

زيد بن يحيى الدمشقي: حدثنا علي بن حوشب، عن مكحول، وذكر الزهري، فقال: أيُّ رجل هو لولا أنه أفسد نفسه بصحبة الملوك، قلت: بعض من لا يُعتَدُّ به لم يأخذ عن الزهري لكونه كان مداخلاً للخلفاء، ولئن فعل ذلك فهو الثبت الحجة. وأين مثلُ الزهري رحمه الله.

سلام بن أبي مطيع، عن أيوب السختياني، قال: لو كنت كاتباً عن أحد لكتبت عن ابن شهاب، قلت: قد أخذ عنه أيوب قليلاً. يعقوب السَّدوسي: حدثني الحلواني، حدثنا الشافعي، حدثنا عمي، قال: دخل سليمان بن يسار على هشام بن عبد الملك، فقال: يا سليمان: من الذي تولى كِبْرَهُ منهم؟ قال: عبد الله بن أبي ابن سَلول، قال: كذبتَ، هو علي، فدخل ابن شهاب، فسأله هشام، فقال: هو عبد الله بن أبي، قال: كذبتَ هو علي، فقال: أنا أكذب لا أبالَكَ، فوالله لو نادى منادٍ من السماء، إن الله أحلَّ الكذب ما كذبتُ، حدثني سعيد وعروة وعُبيد وعلقمة بن وقاص، عن عائشة: أنَّ الَّذي تَوَلَّى كِبْرَهُ عبد الله بن أبي، قال: فلم يزل القومُ يُغرون به، فقال له هشام: ارْحَلْ فوالله ما كان ينبغي لنا أن نحمِلَ على مثلك، قال: ولِمَ؟ أنا اغتصبتُك على نفسي، أو أنت اغتصبتني على نفسي؟ فخلِّ عني، فقال له: لا. ولكنك استدنتَ ألفي ألفٍ، فقال: قد علمتَ، وأبوك قبلكَ أني ما استدنتُ هذا المال عليك ولا على أبيك، فقال هشام: إنا أن نهيِّج الشيخ. فأمر